স্মার্ট বাংলাদেশ

অভিযাত্রা

ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ
Welfare Family Bangladesh
"সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের প্রয়াস"
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিভুক্ত প্রতিষ্ঠান)
ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর একটি প্রতিষ্ঠান

Working Sector of Welfare Family Bangladesh

Working Sector of Smart Education

Working Sector of Smart Agriculture

Working Sector of Smart Agriculture

Working Sector of Welfare Family Bangladesh

Download

MY WELFARE APP

GET IT ON
Google Play

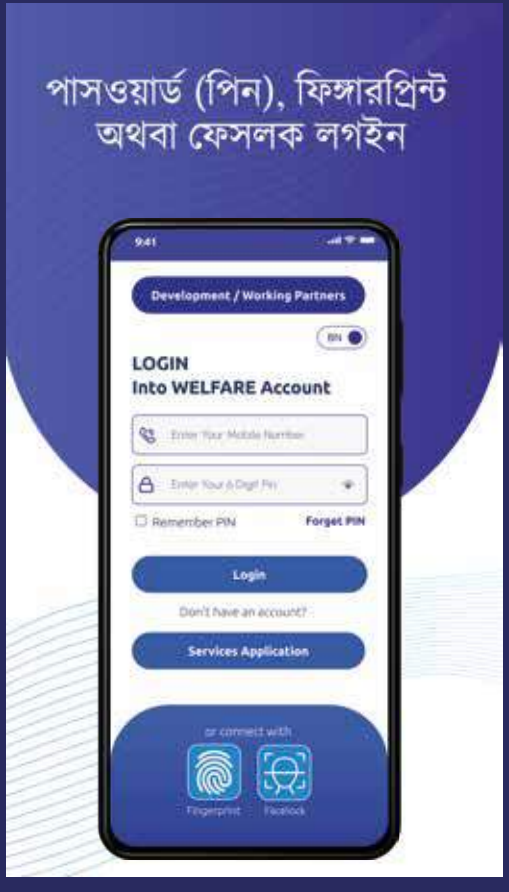

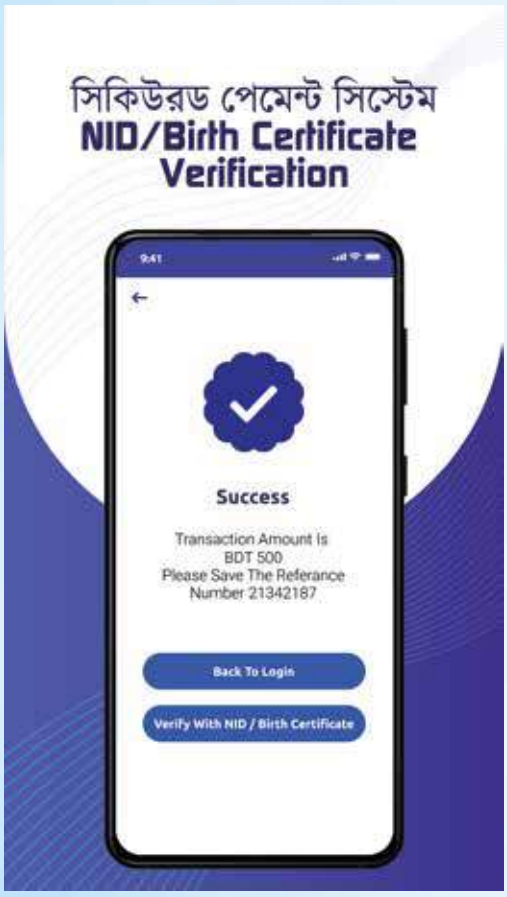

WFB
WELFARE FAMILY
BANGLADESH

MY WELFARE APP

RATED BY USERS

★★★★★

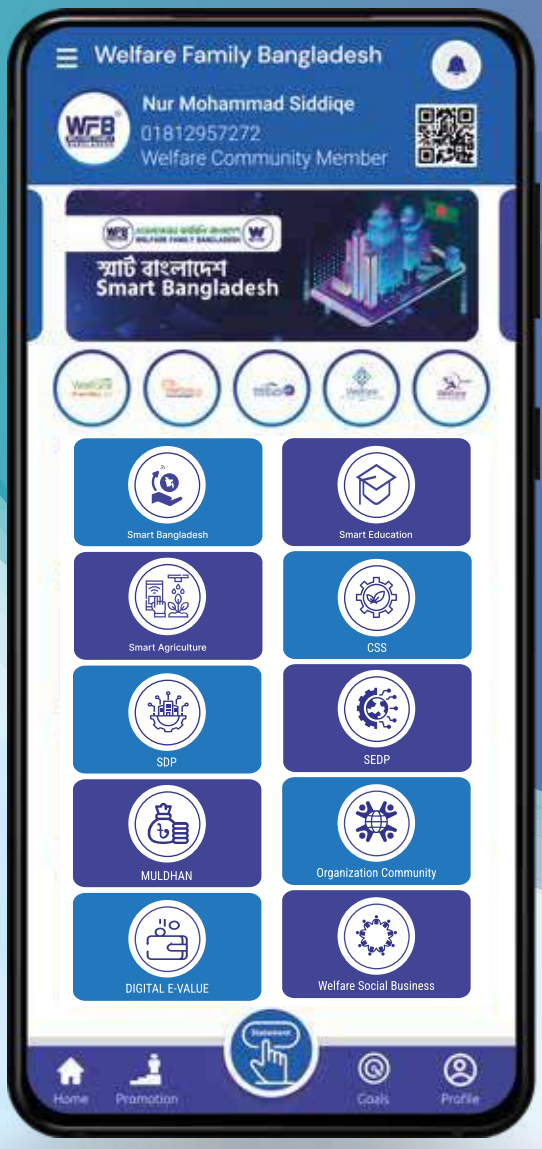

WFB™ WELFARE FAMILY BANGLADESH

MY WELFARE APP

RATED BY USERS

★★★★★

Download

My Welfare App

GET IT ON
Google Play

WELFARE™

Contact Us:

01812-957272 | www.welfarebd.org

স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা

ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ
Welfare Family Bangladesh

"সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের প্রয়াস"

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিভুক্ত প্রতিষ্ঠান)

ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর একটি প্রতিষ্ঠান

রেজিস্টার্ড হেড অফিস

কাঠালতলী, বনরূপা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
ফোন ও ফ্যাক্স: ০২-৩৩৩৩০৪৫১১
মোবাইল: ০১৮১০-১৪১৩০২, ০১৮১০-১৪১৩০৪

হেড অফিস (চট্টগ্রাম ডিভিশন)

বাড়ি নং-০৮ (৪র্থ তলা), রোড নং-০৪
নাসিরাবাদ আ/এ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৮১২-৯৫৭২৭২, ০১৭১২-৬৪৪০৫৯

www.welfarebd.org
ই-মেইল: **welfare.wfb@gmail.com, Welfare.cht@gmail.com**

আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের প্রয়াস।

স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা

সম্পাদনা

মো: আনোয়ার আল হক
মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

সম্পাদনা সহযোগী

শারমিন আক্তার
মিটন চাকমা
বকুল কান্তি চাকমা

সার্বিক তত্ত্বাবধান

নুর মোহাম্মদ সিদ্দিকী

প্রকাশকাল

৫ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

মুদ্রণে

ফয়জিয়া এ্যাড প্রিন্টিং প্রেস
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

বিনিময় মূল্য: ৩৫০/- টাকা

ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ

(সমাজসেবা অধিদফতর ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধনকৃত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিভুক্ত প্রতিষ্ঠান)

পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি

ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ আধুনিক প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে নব উদ্যমে নতুন প্রজন্মের তারুণ্যকে ধারণ করে পরিচালিত তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ Smart Bangladesh প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ। 'স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প-২০৪১' এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপের ৪টি পিলার যথাক্রমে- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট গভর্ণমেন্ট নিয়ে কাজ করছে। ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ অনগ্রসর, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে সমাজের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে স্মার্ট এডুকেশন, স্মার্ট এগ্রিকালচার, কমিউনিটি সোস্যাল সার্ভিসেস (CSS), সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP), সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SEDP), পভার্টি এলিভিয়েশন পলিসি (Muldhan), ওয়েলফেয়ার স্মার্ট গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন, ওয়েলফেয়ার এন্ট্রেপ্রেনিউরস অন্তর্ভুক্তকরণ কার্যক্রম, সোস্যাল বিজনেস, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও ডেল্টাপ্লান বাস্তবায়ন, ওয়েলফেয়ার প্রকল্প, কর্মসূচি ও সামাজিক কার্যক্রমসমূহ ও দারিদ্র বিমোচন তহবিল (PAF) গঠন করার কাজে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতিতে কমিউনিটি ভিত্তিক সদস্য হয়ে আপনিও দেশের একজন গর্বিত নাগরিক হতে পারেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে সংগঠিতকরণ, অনগ্রসর, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আর্থিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের সরকারি প্রশাসন বা আধা-সরকারি অথবা স্বায়ত্তশাসিত অথবা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও সংস্থা, যেকোনো সংস্থা, কোম্পানি, দাতাগোষ্ঠী, জনহিতৈষী ব্যক্তির দান-অনুদান অথবা বিনিয়োগ অথবা ঋণ গ্রহণ করে বা যেকোনো উপায় বা পদ্ধতিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করে ডেটাকে কৌশলগত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক উন্নয়ন এবং আর্ত-মানবতার সেবায় প্রতিষ্ঠানের গৃহিত কার্যক্রমসমূহে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা।

স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আগামীর স্বনির্ভর বাংলাদেশ ও 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এর কার্যক্রম এলাকা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও যুগোপযোগী ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিকাশ ঘটানো। পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শীর্ষক কার্যক্রম My Welfare App ও www.welfarebd.org অথবা অন্যান্য App, website এবং অন্যান্য প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালনা করা।

আমাদের অঙ্গীকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Smart Bangladesh বিনির্মাণে ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ ও ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে সমঝোতা চুক্তি ও বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে My Welfare App ও www.welfarebd.org ব্যবহার করে প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের প্রয়াসে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

কার্যক্রম এলাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থে বাংলাদেশের সকল বিভাগ, সকল জেলা, সকল উপজেলা, সকল সিটি কর্পোরেশন, সকল পৌরসভা ও সকল ইউনিয়নে এবং প্রয়োজন বোধে ও জনস্বার্থে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি সম্প্রসারণ করতে পারবে।

সেবা ও সুবিধা

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী এবং নিবেদিত সমাজকর্মী ও উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ, ছাত্র বা ছাত্রী প্রতিষ্ঠানের My Welfare App অথবা www.welfarebd.org অথবা www.welfarefamily.org অথবা www.welfare.com.bd অথবা www.job.welfarefamily.org অথবা www.quiz.welfarefamily.org এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য Software, Website, Mobile Apps সহ অন্যান্য Modern Technology ব্যবহার করে রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন করে ওয়েলফেয়ার কমিউনিটির সদস্যরা পর্যায়ক্রমে সংস্থা প্রদত্ত সেবা ও সুযোগ-সুবিধার আওতাভুক্ত হতে পারবে।

দীপংকর তালুকদার, এমপি

সভাপতি

খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

বাণী

জননেত্রী শেখা হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে অদম্য অগ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ বর্তমানে সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশের বিস্ময়কর উত্থান এবং নানা প্রতিকূল পরিবেশেও এর অগ্রযাত্রা সারা বিশ্বে প্রশংসিত ও স্বীকৃত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ঘোষণা করেছিলেন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০২১। সফলভাবে এ লক্ষ্য অর্জিত হবার পর তিনি ঘোষণা করেছেন 'স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প-২০৪১'। যা অর্জনের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছি। এ অভিযাত্রায় জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার বহুমাত্রিক পরিকল্পনা-কর্মকৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

রূপকল্প-২০৪১ মূলত: প্রধানমন্ত্রীর সুচিন্তাপ্রসূত একটি পরিকল্পনা বা রূপরেখা, যা লক্ষ্যিত সময়ের মধ্যে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করবে। প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশে নাগরিক সেবা থেকে শুরু করে সবকিছুই হবে স্মার্টলি। কোনোরকম ভোগান্তি ছাড়াই প্রত্যেক নাগরিক পাবে তথ্যের নিশ্চয়তা এবং নাগরিক সুবিধা। স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে- উচ্চগতির ইন্টারনেট, শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং মেশিন লার্নিংয়ের (এমএল) মতো প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। ইতোমধ্যেই ডিজিটাল প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবন ও ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা সেই সক্ষমতা অর্জন করেছি।

উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দিক নির্দেশনায় বিগত ১৫ বছরে পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় পার্বত্য তিন জেলা এখন বিশেষ সম্ভাবনায় অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এখন আমাদের কাজ হবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করা।

আমি জেনেছি যে, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** রাঙামাটিসহ তিন পার্বত্য জেলায় স্মার্ট এ্যাডুকেশনসহ বেশকিছু কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে পেপারল্যাস, প্রেজেন্সল্যাস ও ক্যাশল্যাস অর্থনীতির পথ সুগম করাসহ 'স্মার্ট এডুকেশন' বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা/উপজেলায় সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এবং উঠান বৈঠক করে যাচ্ছে। পাশাপাশি তারা স্মার্ট এডুকেশনের ধারণা জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা সম্বলিত **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** এর উদ্যোগে প্রকাশিতব্য **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** প্রকাশনার সফলতা কামনা করছি।

দীপংকর তালুকদার, এমপি

সভাপতি

খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সাবেক সচিব
পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
(বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান)

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' 'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** শীর্ষক একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে। এছাড়াও সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট অর্থনীতির পথ সুগম করাসহ 'স্মার্ট এডুকেশন' ও 'স্মার্ট এগ্রিকালচার' বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় যে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে তার জন্য আমি সংস্থাটিকে স্বাগত জানাই।

রাঙামাটিসহ দেশের তিন পার্বত্য জেলায় **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষার্থীরা যেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে সংস্থাটি তার কর্ম এলাকায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে নিয়মিতভাবে স্মার্ট এডুকেশন অ্যাডভোকেসি ও আলোচনা সভা এবং উঠান বৈঠকেরও আয়োজন করছে। শিক্ষার প্রসারে সংস্থার এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি তিন পার্বত্য জেলায় বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। তাদেরকে পিছনে রেখে উন্নয়ন নানাবিধ বৈষম্যের সৃষ্টি করে। তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** আরো আন্তরিক হবে বলে আমি আশাবাদী।

'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা' শীর্ষক প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সংস্থাটি আরো এগিয়ে যাক এ প্রত্যাশা রইল।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ

অংসুইপ্রু চৌধুরী

চেয়ারম্যান
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** সংস্থাটি রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সমাজসেবা কার্যালয় হতে ২০০২ সালে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা হতে ২০০৭ সালে নিবন্ধিত স্থানীয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। সংস্থার নিবন্ধনকৃত প্রধান কার্যালয়ের স্থায়ী ঠিকানা: কাঠালতলী, বনরূপা, রাঙামাটি-৪৫০০, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা। ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** শীর্ষক একটি প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাবলীসহ প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে। এছাড়া সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট অর্থনীতির পথ সুগম করাসহ 'স্মার্ট এডুকেশন' ও 'স্মার্ট এগ্রিকালচার' বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় যে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে তার জন্য আমি সংস্থাটিকে স্বাগত জানাই। রাঙামাটিসহ দেশের তিন পার্বত্য জেলায় **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষার্থীরা যেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে সংস্থাটি কর্ম এলাকায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে নিয়মিত উঠান বৈঠক আয়োজন করছে।

শিক্ষার প্রসারে সংস্থার এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করবে বলে আমি আশাবাদী। **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** মূলত ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের সহযোগিতায় কাজ করছে। তারা **'স্মার্ট বাংলাদেশ'** রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। 'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' কর্তৃক স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা নিয়ে **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' আরো এগিয়ে যাক এ প্রত্যাশা রইল।

অংসুইপ্রু চৌধুরী
চেয়ারম্যান
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

প্রফেসর ড. সেলিনা আখতার

উপাচার্য
রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় পৌঁছে দেয়ার সফল কারিগর আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবার জাতিকে 'স্মার্ট বাংলাদেশের' রূপরেখা উপহার দিয়েছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও আইসিটি খাতে বিপ্লব সাধন, করোনা মহামারি মোকাবিলায় অসামান্য সাফল্যে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে ও বিশ্বে পঞ্চম স্থানে আসীন করা, দেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের কাতারে শামিল করাসহ বাংলাদেশের অসংখ্য কালোত্তীর্ণ অর্জনের নেতা সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। তিনিই তো জাতিকে এমন স্বপ্ন দেখাবেন এটাই স্বাভাবিক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চারটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথে আমাদের সমগ্র জনশক্তিই হবে স্মার্ট। সবাই অনলাইনে সব করতে শিখবে। অর্থনীতি হবে ই-অর্থনীতি, যেখানে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ডিভাইসে করা হবে এবং 'আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান' সবই হবে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে। ই-শিক্ষা এবং ই-স্বাস্থ্যসহ সবটাতে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা হবে।

আমি মনে করি, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে দক্ষ জনশক্তি। জনশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রয়োজন স্মার্ট শিক্ষা। প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে কলেজ অধ্যক্ষদের সম্মেলনে বলেছেন, ইতোমধ্যেই 'তাঁর সরকার ৩৯টি হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। হাইটেক পার্কগুলোর কম্পিউটার ও ইনকিউবেশন সেন্টার-এ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং ন্যানো প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে'। শিক্ষার্থীরা যাতে বাংলাদেশকে স্মার্ট দেশে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে, সে লক্ষ্যে শিক্ষকদের আরো আন্তরিকতার সাথে পাঠদানের আহ্বান জানিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা সেই কাঙ্খিত শিক্ষার পথে হাটতে শুরু করেছি।

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, রাঙামাটিসহ তিন পার্বত্য জেলায় কাজ করা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' 'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে। আমি আরো জানতে পারলাম, সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে পেপারল্যাস, প্রেজেন্সল্যাস ও ক্যাশল্যাস অর্থনীতির পথ সুগম করাসহ 'স্মার্ট এডুকেশন' বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা / উপজেলায় স্মার্ট এডুকেশন এডভোকেসি সভা, সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এবং উঠান বৈঠক করে যাচ্ছে, যা আমাদের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংস্থাটির কর্মসূচি স্মার্ট এডুকেশন, স্মার্ট এগ্রিকালচার, 'কমিউনিটি সোস্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন ডেভেলপ করা, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট সোসাইটি ডেভেলপ করা, সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SEDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট ইকোনমি ডেভেলপ করা, পভার্টি এলিভিয়েশন পলিসি (Muldhan) এর মাধ্যমে স্মার্ট ইকোনমি ডেভেলপ করার পথ-নকশা স্মার্ট গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূল।

আমি এই প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সংস্থাটির কার্যক্রম এগিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করছি।

প্রফেসর ড. সেলিনা আখতার
উপাচার্য
রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান

জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ঘোষণা করেছিলেন "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপকল্প-২০২১। এ লক্ষ্য অর্জিত হবার পর তিনি ঘোষণা করেছেন "স্মার্ট বাংলাদেশ" রূপকল্প-২০৪১। যা অর্জনের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছি।

সম্ভাবনাময় পার্বত্য চট্টগ্রাম একসময় পিছিয়ে পড়া অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হতো, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দিক নির্দেশনায় পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় সেই তকমা ঘুচে গিয়ে বর্তমানে সম্ভাবনার ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হয়েছে। পাহাড়ে শিক্ষা, যোগাযোগ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** রাঙামাটিসহ তিন পার্বত্য জেলায় ১) স্মার্ট এডুকেশন, ২) স্মার্ট এগ্রিকালচার, ৩) কমিউনিটি সোস্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন ডেভেলপমেন্ট, ৪) সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এবং ৫) সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SEDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট এর উপর কাজ করছে।

সংস্থাটি স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা সম্বলিত **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামক ম্যাগাজিন প্রকাশের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

মীর আবু তৌহিদ, বিপিএম (বার)

পুলিশ সুপার
পুলিশ সুপারের কার্যালয়
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

সম্ভাবনাময় পার্বত্য চট্টগ্রাম একসময় পিছিয়ে পড়া অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হতো, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দিকনির্দেশনায় পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় সেই তকমা ঘুচে গিয়ে বর্তমানে সম্ভাবনার ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "স্মার্ট বাংলাদেশ" এর যে রূপকল্প ঘোষণা করেছেন, আশা করা যায় এই পরিকল্পনার হাত ধরে নয়নাভিরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম আরোও সমৃদ্ধ, সম্ভাবনাময় এবং দেশের জন্য নতুন প্রেরণা হবে।

কারণ স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প অর্জনের মাধ্যমে জ্ঞান ভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চ আয়ের দেশে পরিনত হওয়ার লক্ষে যে যাত্রা শুরু হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রেক্ষাপটে পাহাড়ের আইন-শৃঙ্খলার পাশাপাশি শিক্ষা, যোগাযোগ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** জানিয়েছে, তারা স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাঙামাটিসহ তিন পার্বত্য জেলায় ১) স্মার্ট এডুকেশন, ২) স্মার্ট এগ্রিকালচার, ৩) কমিউনিটি সোসাল সার্ভিসেস (CSS) এর মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন ডেভেলপমেন্ট, ৪) সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট সোসাইটি ডেপেলপমেন্ট এবং ৫) সোসাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SEDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট এর উপর কাজ করছে। এ ধরণের উদ্যোগ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে ইতিবাচক।

সংস্থাটি স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার মানসে **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে যে প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে, আমি এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং প্রকাশনার সফলতা কামনা করছি।

মীর আবু তৌহিদ, বিপিএম (বার)
পুলিশ সুপার
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

মোঃ আকবর হোসেন চৌধুরী

মেয়র
রাঙামাটি পৌরসভা
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ঘোষণা করে ছিলেন "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপকল্প-২০২১। এ লক্ষ্য অর্জিত হবার পর আমাদের পরবর্তী গন্তব্য "স্মার্ট বাংলাদেশ" রূপকল্প-২০৪১, যা অর্জনের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান ভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছি। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, সরকারি উদ্যাগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যাগে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** সংস্থা "স্মার্ট বাংলাদেশ" রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রবাহমান বৈশ্বিক উন্নয়নের এই গতিময় সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট' বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০৪১ বিনির্মাণের চারটি স্তম্ভই সৌভাগ্যক্রমে এই সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমগুলো হলো স্মার্ট এডুকেশন ও কমিউনিটি সোস্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন ডেভেলপমেন্ট করা, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট করা, স্মার্ট এগ্রিকালচার ও সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SEDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট করা, পভার্টি এলিভিয়েশন পলিসি (Muldhan) এর মাধ্যমে স্মার্ট ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট করা, GO/NGO/Company ভিত্তিক স্মার্ট গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট করা।

আমার জানা মতে **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** সংস্থা মূলত ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর আর্থিক, কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যার ব্যবহার করে স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** সংস্থার অধীনে কাজ করা মাঠ পর্যায়ের টিম লিডার, স্বেচ্ছাসেবক কর্মী এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণার সাথে সংস্থার কার্যক্রমের সমান্তরাল পথচলার বিষয়টি সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে রাঙামাটি পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভিন্ন এলাকায় 'সচেতনতা মূলক উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভা' এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্মার্ট এডুকেশন অ্যাডভোকেসি সভা পরিচালনা করছে। সংস্থার মূল থিম হলো পেপারল্যাস, প্রেজেন্সল্যাস ও ক্যাশল্যাস কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা। সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত ও বিজ্ঞপ্তিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। সংস্থা রাঙামাটি পৌরসভা কার্যালয়ের ট্রেড লাইসেন্সভুক্ত। সংস্থার নিবন্ধনকৃত প্রধান কার্যালয় কাঠালতলী, বনরূপা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত। সংস্থা বর্তমানে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা নিয়ে **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি সংস্থার **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** প্রকাশনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং একই সাথে সংস্থার সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

মোঃ আকবর হোসেন চৌধুরী
মেয়র
রাঙামাটি পৌরসভা
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রফেসর তুষার কান্তি বড়ুয়া

অধ্যক্ষ
রাঙামাটি সরকারি কলেজ
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** সংস্থাটি রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সমাজসেবা কার্যালয় হতে ২০০২ সালে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা হতে ২০০৭ সালে নিবন্ধিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' 'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** শীর্ষক একটি প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাবলীসহ প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে। এছাড়া সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট ইকোনমির পথ সুগম করাসহ 'স্মার্ট এডুকেশন' বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় যে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, স্মার্ট এডুকেশন অ্যাডভোকেসি সভা পরিচালনা করছে তার জন্য আমি সংস্থাটিকে স্বাগত জানাই। রাঙামাটিসহ দেশের তিন পার্বত্য জেলায় **''ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষার্থীরা যেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে সংস্থাটি কর্ম এলাকায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে নিয়মিত উঠান বৈঠক ও স্মার্ট এডুকেশন এডভোকেসি সভা আয়োজন করছে। স্মার্ট এডুকেশন প্রসারে সংস্থার এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করবে বলে আমি আশাবাদী। ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ মূলত ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের সহযোগিতায় কাজ করছে। তারা "স্মার্ট বাংলাদেশ" রূপকল্প-২০৪১, বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** কর্তৃক স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা নিয়ে **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ আরো এগিয়ে যাক এ প্রত্যাশা রইল।

প্রফেসর তুষার কান্তি বড়ুয়া
আই ডি-২৬৬৭
অধ্যক্ষ
রাঙামাটি সরকারি কলেজ
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রফেসর মো: এনামুল হক খোন্দকার

অধ্যক্ষ
রাঙামাটি সরকারি মহিলা কলেজ
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

‘ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ’ সংস্থাটি রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সমাজসেবা কার্যালয় হতে ২০০২ সালে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা হতে ২০০৭ সালে নিবন্ধিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। **‘ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ’ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা’** শীর্ষক একটি প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাবলীসহ প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে। এছাড়া সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট অর্থনীতির পথ সুগম করাসহ ‘স্মার্ট এডুকেশন’ বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় যে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, স্মার্ট এড্যুকেশন এডভোকেসি সভা পরিচালনা করছে তার জন্য আমি সংস্থাটিকে স্বাগত জানাই। রাঙামাটিসহ দেশের তিন পার্বত্য জেলায় **‘ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ’** বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষার্থীরা যেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে সংস্থাটি কর্ম এলাকায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে নিয়মিত উঠান বৈঠক ও স্মার্ট এড্যুকেশন এডভোকেসি সভা আয়োজন করছে। স্মার্ট এড্যুকেশন প্রসারে সংস্থার এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে **‘ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ’** আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করবে বলে আমি আশাবাদী। ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ মূলত ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের সহযোগিতায় কাজ করছে। তারা “স্মার্ট বাংলাদেশ” রূপকল্প-২০৪১, বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। **‘ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ’**কর্তৃক স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা সম্বলিত **‘স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা’** নামক প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

‘ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ’ আরো এগিয়ে যাক এ প্রত্যাশা রইল।

প্রফেসর মো: এনামুল হক খোন্দকার
আইডি নং-৯৬৭৭
অধ্যক্ষ
রাঙামাটি সরকারি মহিলা কলেজ
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

মোহাম্মদ ওমর ফারুক
উপপরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ঘোষনা করে ছিলেন "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপকল্প-২০২১। এ লক্ষ্য অর্জিত হবার পর আমাদের পরবর্তী গন্তব্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০৪১, যা অর্জনের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছি। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, সরকারি উদ্যাগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যাগে ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ সংস্থা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রবাহমান বৈশ্বিক উন্নয়নের এই গতিময় সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প ২০৪১ বিনির্মাণের চারটি স্তম্ভই সৌভাগ্যক্রমে সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম এর সাথে হুবহু মিল রয়েছে।

সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমগুলো হলো স্মার্ট এডুকেশন ও কমিউনিটি সোস্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন ডেভেলপমেন্ট করা, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট করা, স্মার্ট এগ্রিকালচার ও সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টপ পলিসি (SEDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট করা, পভার্টি এলিভিয়েশন পলিসি (Muldhan) এর মাধ্যমে স্মার্ট ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট করা, GO/NGO/Company ভিত্তিক স্মার্ট গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট করা।

'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' মূলত স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি গঠনের লক্ষ্যে ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের সহযোগিতায় কাজ করছে। **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** সংস্থার অধীনে কাজ করা মাঠ পর্যায়ের কর্মী এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের মাঝে স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণার সাথে সংস্থার কার্যক্রমের সমান্তরাল পথ চলার বিষয়টি সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে বিগত ০৮ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক **জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান** মহোদয় **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** সংস্থার দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালার প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী, মাঠ পর্যায়ের টিম লিডার ও স্বেচ্ছাসেবকসহ ২০৬ জনকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। যা একই সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্মার্ট ইকোনমি গড়ে তোলার একটি সমন্বিত পদক্ষেপ। সংস্থার মূল থিম হলো পেপারল্যাস, প্রেজেন্সল্যাস ও ক্যাশল্যাস কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা। একই সাথে সংস্থা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত ও বিজ্ঞপ্তিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। সংস্থা ২০০২ সালে সমাজসেবা কার্যালয় ও ২০০৭ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা থেকে নিবন্ধিনকৃত। সংস্থার নিবন্ধনকৃত প্রধান কার্যালয় কাঠালতলী, বনরূপা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত। তারা স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা সম্বলিত **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে আনন্দিত।

আমি সংস্থার **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** প্রকাশনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ ওমর ফারুক
উপপরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

মোঃ শহীদুজ্জামান মহসীন

চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, রাঙামাটি সদর
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ঘোষণা করে ছিলেন ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' রূপকল্প-২০২১। এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর আমাদের পরবর্তী গন্তব্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০৪১, যা অর্জনের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছি। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, সরকারি উদ্যাগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যাগে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলাধীন এনজিও সংস্থা **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমান বৈশ্বিক উন্নয়নের গতিময় এই সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০৪১ বিনির্মাণে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট গভর্নমেন্ট এই চারটি স্তম্ভই সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের সাথে মিল রয়েছে। সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন, স্মার্ট এগ্রিকালচার, কমিউনিটি সোস্যাল সার্ভিসেস (CSS), সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP), সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SEDP) এবং পভার্টি এলিভিয়েশন পলিসি (Muldhan) প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ সংস্থা মূলত ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের সহযোগিতায় কাজ করছে।

এ সংস্থার কার্যক্রম এলাকা রাঙামাটি সদর উপজেলাব্যাপী বিস্তৃত। তারা রাঙামাটি পৌরসভাসহ সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডভিত্তিক বিভিন্ন এলাকায় 'সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভা' এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'স্মার্ট এডুকেশন এডভোকেসি সভা' পরিচালনা করছে। ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ সংস্থা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত ও বিজ্ঞপ্তিভুক্ত প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি রাঙামাটি সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক পরিচালিত উপজেলা বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (NGO) এর কার্যক্রম ও ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে এবং সংস্থার সমন্বিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত মাসিক 'অগ্রগতি প্রতিবেদন' নিয়মিত দাখিল করে। বর্তমানে সংস্থা স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক ও বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা নিয়ে **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি রাঙামাটি সদর উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** সংস্থার **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** প্রকাশনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সংস্থার উত্তোরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

মোঃ শহীদুজ্জামান মহসীন
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, রাঙামাটি সদর
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

সাখাওয়াৎ হোসেন রুবেল

সভাপতি
রাঙামাটি প্রেসক্লাব
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** সংস্থাটি রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সমাজসেবা কার্যালয় হতে ২০০২ সালে এবং ২০০৭ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নিবন্ধিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' 'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** শীর্ষক একটি প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাবলীসহ প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে। এছাড়া সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট অর্থনীতির পথ সুগম করাসহ 'স্মার্ট এডুকেশন' ও 'স্মার্ট এগ্রিকালচার' বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় যে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে তার জন্য আমি সংস্থাটিকে স্বাগত জানাই। আমি জানতে পেরেছি, রাঙামাটিসহ দেশের তিন পার্বত্য জেলায় **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষার্থীরা যেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে সংস্থাটি কর্ম এলাকায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে নিয়মিত উঠান বৈঠক ও স্মার্ট এডুকেশন এডভোকেসি সভা আয়োজন করছে বলে তারা জানিয়েছে। শিক্ষার প্রসারে সংস্থার এ ধরণের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। তাদের অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করবে বলে আমি আশাবাদী।

'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' মূলত ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের সহযোগিতায় কাজ করছে। সংস্থাটি 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজের অংশ হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা সম্বলিত **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত, আমি এ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' আরো এগিয়ে যাক এ প্রত্যাশা রইল।

সাখাওয়াৎ হোসেন রুবেল
সভাপতি
রাঙামাটি প্রেসক্লাব
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

মৃদুল কান্তি তালুকদার

জেলা শিক্ষা অফিসার
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
পরিচিতি নং-২০১৬৭০২২৩০
জেলা শিক্ষা অফিস, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে স্বাভাবিকভাবে বোঝায় প্রযুক্তি নির্ভর নির্মল ও স্বচ্ছ তথা নাগরিক হয়রানিবিহীন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ প্রক্রিয়া, যেখানে ভোগান্তি ছাড়া প্রত্যেক নাগরিক পাবে অধিকারের নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য পালনের সুবর্ণ এক সুযোগ। সেই স্মার্ট বাংলাদেশের রূপ রেখাকে চার ভাগে ভাগ করে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন দেশরত্ন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চারটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি-এ শব্দগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ থিওরিকে বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব, যার মূল সারমর্ম হলো-দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে, উইথ স্মার্ট ইকোনমি; অর্থাৎ অর্থনীতির সব কার্যক্রম আমরা এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিচালনা করতে পারবো। স্মার্ট গভর্ণমেন্ট ইতোমধ্যে আমরা অনেকটা অর্জন করে ফেলেছি। ভবিষ্যতে আমাদের গোটা সমাজটাই হবে স্মার্ট সোসাইটি। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, তিন পার্বত্য জেলায় কাজ করা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' 'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে।

আমি আরো জানতে পারলাম যে, সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে 'স্মার্ট এড্যুকেশন' বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা উপজেলায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামুলক ক্যাম্পেইন, উঠান বৈঠক ও স্মার্ট এডুকেশন এডভোকেসি সভা পরিচালনা করে যাচ্ছে। যা আমাদের শিক্ষার্থীদের বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগাবে।

আমি **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সংস্থাটির কার্যক্রম এগিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মৃদুল কান্তি তালুকদার
জেলা শিক্ষা অফিসার
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
পরিচিতি নং-২০১৬৭০২২৩০
জেলা শিক্ষা অফিস
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা

বাণী

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব অঙ্গনে একটি সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছানোই আমাদের সকলের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২০৪১ সালকে সময়সীমা নির্ধারণ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর BrainChild হিসেবে একটি রূপকল্প উপস্থাপন করেছেন। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উক্ত রূপকল্প বাস্তবায়নে রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয়তার সমান্তরালে সকল সরকারি দপ্তরের যেমন দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তেমনি একই সাথে বেসরকারি সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ তথা প্রতিটি নাগরিকের ও আন্তরিক ভূমিকা ও করণীয় রয়েছে।

‘ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ’ সংস্থাটি ভবিষ্যতে স্মার্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন সূচক নিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনাকারী তেমনি একটি সংস্থা। শিক্ষা বিস্তার, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অর্ন্তভূক্তিমূলক সামাজিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের নবতর কৌশলের প্রসারে সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ রূপকল্প-২০৪১ এর বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের বিশ্লেষণ, অংশীজনদের ভূমিকা, কর্মকৌশল এবং চলমান নানামূখী কর্মসূচীর তথ্য-উপাত্ত নিয়ে **‘স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা’** শীর্ষক একটি প্রকাশনা বের হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। আর একই সাথে প্রত্যাশা করছি যে, উক্ত প্রকাশনার মাধ্যমে **‘ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ’** আগামী ২০৪১ এর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের সহায়ক অন্যতম সামাজিক শক্তি হিসেবে ইতিবাচক ভাবমূর্তির প্রসার ঘটাতে সক্ষম হবে।

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা

মোঃ আবদুল ওয়াদুদ
প্রেসিডেন্ট
রাঙামাটি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ঘোষণা করে ছিলেন "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপকল্প-২০২১। এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর আমাদের পরবর্তী গন্তব্য স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প-২০৪১, যা অর্জনের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও অর্ন্তভূক্তিমূলক উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছি। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, সরকারি উদ্যাগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যাগে **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রবাহমান বৈশ্বিক উন্নয়নের এই গতিময় সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০৪১ বিনির্মাণের চারটি স্তম্ভই সৌভাগ্যক্রমে সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন, স্মার্ট এগ্রিকালচার, কমিউনিটি সোস্যাল সার্ভিসেস (CSS), সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP), সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SEDP), পভার্টি এলিভিয়েশন পলিসি (Muldhan), GO/N-GO/Company ভিত্তিক স্মার্ট গভর্ণমেন্ট প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের সাথে মিল রয়েছে। **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** মূলত ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সাপোর্টে নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের সহযোগিতায় কাজ করছে। ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ রাঙামাটি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সদস্যভুক্ত সংগঠন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত ও বিজ্ঞপ্তিভূক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে।

ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ ২০০২ সালে রাঙামাটি জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও ২০০৭ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা থেকে নিবন্ধিত। সংস্থার নিবন্ধনকৃত প্রধান কার্যালয় কাঠালতলী, বনরূপা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত। সংস্থা বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা নিয়ে **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি সংস্থার **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** প্রকাশনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সংস্থার সফলতা কামনা করছি।

মোঃ আবদুল ওয়াদুদ
প্রেসিডেন্ট
রাঙামাটি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

রোকসানা আক্তার

চেয়ারম্যান
সিএইচটি উইমেন ফোরাম
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

বাণী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নসহ নারীশিক্ষার বিস্তার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সব ধরণের সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যেমন: নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিগত নির্দেশিকা প্রণয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি, জীবনমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র-ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ ও নারী বান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা, নারী উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা তৈরির মতো সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও প্রজ্ঞার ফসল নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির জন্যই অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাই বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের নারীর সাফল্য আজ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। মহান স্বাধীনতা থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে নারীর অবদান। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন সম্ভব। আমাদের দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা হচ্ছে নারী। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জেন্ডার সমতাভিত্তিক উন্নত-সমৃদ্ধ বিশ্বে প্রবেশের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে নারীর সমঅংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবেই।

আমি আনন্দিত হয়েছি যে, নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করা সিএইচটি উইমেন ফোরাম এর ডেভেলপমেন্ট পার্টনার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' 'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে। আমাদের পার্টনার সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে পেপারল্যাস, প্রেজেন্সল্যাস ও ক্যাশল্যাস অর্থনীতির পথ সুগম করাসহ 'স্মার্ট এডুকেশন' ও 'স্মার্ট এগ্রিকালচার' বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্মার্ট এডুকেশন এডভোকেসি সভা, সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন ও উঠান বৈঠক পরিচালনা করে যাচ্ছে যা আমাদের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং প্রান্তিক কৃষকদের কল্যাণে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। আমি **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

রোকসানা আক্তার
চেয়ারম্যান
সিএইচটি উইমেন ফোরাম
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

আনোয়ার আল হক

চেয়ারম্যান
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট
ও
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ

আমাদের অগ্রযাত্রা

মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার সাথে সাথে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ। কারণ বর্তমান বিশ্ব টিকে আছে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির উপর। এ কথা আজ সবাই জানে যে, বিশ্ব অর্থনীতির সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে শিল্প বিপ্লবের ফলে। এই প্রেক্ষাপটেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্মার্ট বংলাদেশ গড়ার কোনো বিকল্প নেই। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বিপ্লবকেই বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। যেখানে মানুষের আয়ত্তে আসছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেট অব থিংস বা যন্ত্রের ইন্টারনেট; যা মানব সম্পদের ধারণাকে বিস্তৃত করে বাড়তি অনুসঙ্গ যুক্ত করেছে। এ কথা আজ শতসিদ্ধ যে, প্রযুক্তিতে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়লে তাদের উৎপাদনশীলতাও বাড়ে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পথে ইতোমধ্যে ২০৪১ সাল সামনে রেখে সরকার প্রণয়ন করেছে আইসিটি মাস্টার প্ল্যান। কিন্তু এই বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট হবে না। যদি আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথে হাটতে চাই, তবে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান তথা এনজিও গুলোরও কর্মসূচিকে যুগোপযোগী বা আপডেট করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বলা বাহুল্য যে, দেশে আজকের যে উত্তরণ ও অগ্রগতি তার পিছনে দেশের এনজিওগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এনজিওসমূহ মূলত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও সময়ের ব্যবধানে তারা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা জনশক্তির দক্ষতাবৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রেখে এসেছে। আমরা বলতে পারি যে, দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলোর ভূমিকা প্রসংশাযোগ্য। বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশের এনজিওগুলোর কার্যক্রম সরকারিভাবে ও সুধী সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসংশিত। সার্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিতে এনজিওগুলোর অবদান সবার মাঝে সাড়া জাগিয়েছে।

স্মর্তব্য যে, স্মার্ট বাংলাদেশের মূল প্রক্ষেপণ হলো স্মার্ট অর্থনীতি। আর স্মার্ট অর্থনীতির চালিকা শক্তি হবে স্মার্ট নাগরিক এবং তাদের জন্য স্মার্ট শিক্ষা বা ডিজিটাল নির্ভর শিক্ষা নিশ্চিত করা। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেনি। দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জনের পরও দারিদ্রতা, অনগ্রসরতা, শিশুশ্রম, ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতাসহ বিভিন্ন কারণে এখনও অনেক শিশু বিদ্যাপিট এর বাইরে থেকে যাচ্ছে। এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ১৮% এর উপরে; এমনকি বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার ঘটনাও রয়েছে ক্ষেত্র বিশেষে। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থী স্কুলে ভর্তি হলেও ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ে বা পড়ার যোগ্যতা অর্জন করে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার আগে আরও ৩৭ শতাংশ ঝরে পড়ে।

বর্তমানে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকলেও দারিদ্রতার কষাঘাতে এখনও অনেক শিশুর শিক্ষাস্বপ্ন দলিত মথিত হয়ে পড়ছে পারিবারিক সীমাবদ্ধতায়। সমাজের একেবারে নিঃস্ব ব্যক্তিটিও চান তার সন্তান প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক। বস্তুত অর্থাভাবে বহু শিক্ষার্থীর লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে আমি একটি নতুন শব্দ উচ্চারণ করতে চাই তা হলো 'শিক্ষা নিরাপত্তা'। যে শিক্ষিত হতে চায় কিন্তু অর্থাভাবে তার শিক্ষা হুমকির মুখে পড়ে, তাকে এই হুমকি থেকে বের করে আনার প্রক্রিয়াকেই আমি শিক্ষা নিরাপত্তা হিসেবে আখ্যায়িত করছি। প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে না পারলে পরিবারের শিশুদের কাজে যাওয়ার বদলে স্কুলমুখী করাটা কঠিন হবে।

এই সার্বিক বিষয়গুলো মাথায় রেখেই **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** এর ব্যানারে আমরা বেশ কিছুদিন যাবত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিরাপত্তা বিধানে কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি। এর মাঝেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প' ঘোষণা দেওয়ার প্রেক্ষাপটে আমরা লক্ষ্য করলাম, আমাদের গৃহীত কর্মসূচি এই অভিযাত্রায় গমনের সহযোগী হতে পারে। ইতোমধ্যেই আমরা ওয়েলফেয়ার টেকনোলজি সার্ভিসেস লিমিটেড এর সাথে স্মার্ট এডুকেশন নিয়ে কাজ করার বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তির আলোকেই আমরা চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় বিশেষভাবে স্মার্ট এডুকেশন নিয়ে কাজ করার বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এর পাশাপাশি আমরা স্মার্ট এগ্রিকালচার, কমিউনিটি সোস্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন ডেভেলপমেন্ট, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এবং সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SEDP) এর মাধ্যমে স্মার্ট ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট, পভার্টি এলিভিয়েশন পলিসি (Muldhan), ওয়েলফেয়ার-স্মার্ট গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন, ওয়েলফেয়ার এন্ট্রেপ্রেনিউরস অন্তর্ভূক্তকরণ এবং সোস্যাল বিজনেস বাস্তবায়নে ১৫ ও ২৫ বছর মেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও সামাজিক কার্যক্রমসমূহ সম্প্রসারণ করার উপর কাজ করতে চাই।

আমাদের এই স্বপ্ন যাত্রারই প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** প্রকাশ করা হলো।

আনোয়ার আল হক
চেয়ারম্যান
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট
ও
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ

নুর মোহাম্মদ সিদ্দিকী

চেয়ারম্যান ও গবেষণা পরিচালক
ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এর সংযোগ স্থাপন

আধুনিক তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তির কল্যাণে সভ্যতা এখন এক পথের মোড়ে আছে, যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি অটোমেশন ও অভাবনীয় সব জিনিস তৈরির মাধ্যমে পূর্ণশক্তিতে নিজেকে বিকশিত করবে। সভ্যতা এক নতুন মাত্রা পাবে। সুতরাং, অন্যদের কাছে যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা ডিজিটাল যুগের পরবর্তী অবস্থা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের আহ্বান। তার দূরদর্শী চিন্তা ভাবনায় রয়েছে কীভাবে দেশ ও জাতিকে একটি স্মার্ট স্তরে উন্নীত করা যায়। যেখানে দেশ নিরক্ষরতা, দারিদ্রতা, দুর্নীতি, স্বৈরাচার, সন্ত্রাসবাদ এবং চরম পন্থার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, সর্বোপরি সকলের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে। ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অনুপ্রেরণা দায়ী একটি ঘোষণা। এ ঘোষণা সমাজের সকল শ্রেণি, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতে সবচেয়ে বেশি সক্ষম হয়েছে। সে ঘোষণার প্রায় ১৩ বছর পর ৭ এপ্রিল ২০২২ বাংলাদেশ যখন আরেকটি যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, ঠিক তখনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ২০৪১ রূপকল্প বাস্তবায়নের ধারণা দেন। ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তুলবেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিকতম পদক্ষেপ হলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠন। তিনি আরও বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য ৪টা ভিত্তি ঠিক করা হয়েছে- ১) স্মার্ট সিটিজেন, ২) স্মার্ট ইকোনমি, ৩) স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং ৪) স্মার্ট সোসাইটি। আমাদের সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গবেষণা, এডভোকেসি, দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষমতা বৃদ্ধি, জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে।

বর্তমানে **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বিনির্মাণে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে আসছে। সংস্থার পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান) এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ২০৬ জন টিম লিডার ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। শুরুতে আমাদের সংস্থার কর্মপরিধি ছিল রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলার মধ্যে সীমিত। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় ৯৯টি উপজেলাতে ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের সহযোগিতায় বিস্তৃতিলাভ করতে কাজ করছে। আমাদের সংস্থার ওয়েলফেয়ার প্রকল্প ও কর্মসূচি এবং কার্যক্রম নীতিমালা, ২০২৩ এর আলোকে সোস্যাল বিজনেস ও সোস্যাল সার্ভিসেস বাস্তবায়নে ১৫ ও ২৫ বছর মেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও সামাজিক কার্যক্রমসমূহ সম্প্রসারণ করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি ওয়েলফেয়ার স্মার্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী My Welfare App অথবা www.welfarebd.org অথবা www.welfarefamily.org অথবা www.welfare.com.bd অথবা www.job.welfarefamily.org অথবা www.quiz.welfarefamily.org এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য Software, Website, Mobile Apps সহ অন্যান্য Modern Technology ও আইসিটি (Information and Communications Technology) ব্যবহার করে প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে বিস্তৃত হবে। আমাদের সংস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

আমরা **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** কর্তৃক স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা, কর্মকর্তা বা কর্মচারী ও সেবা গ্রহীতাদের জন্য **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** নামে প্রকাশনা বের করছি। এ প্রকাশনায় যারা শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেছেন তাদের এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

নুর মোহাম্মদ সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান ও গবেষণা পরিচালক
ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড

WFB™
WELFARE FAMILY
BANGLADESH

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ডেস্ক থেকে

পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান) জাতিগত গঠন, ভৌগলিক পরিবেশ এবং জনগণের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে দেশের সব অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। চরম দারিদ্র্য, স্বল্প স্বাক্ষরতা, দুর্গম যোগাযোগ, অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবা, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও জাতিগত সংঘাত ইত্যাদি কারণে বিগত শতকের শেষ তিন দশক পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল পশ্চাৎপদ ও অস্থিতিশীল। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি উত্তরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক “পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি” স্বাক্ষরিত হলে এনজিও সংস্থাগুলির মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। এ ধারাবাহিকতায় দারিদ্র্য বিমোচন তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০২ সালের ৯ জানুয়ারি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন পরবর্তীতে ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ পরিবর্তিত নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের সংস্থা সমাজসেবা অধিদফতর ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধনকৃত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিভূক্ত প্রতিষ্ঠান। শূন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার জীবনের বিগত ১৩ বছর ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এনজিও সংস্থার কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত থেকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (জেনারেল সেক্রেটারি) পদের দায়িত্ব পালন একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। আমাদের সংস্থা বিগত ২১ বছরে কমিউনিটির ক্ষমতায়নে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের পথে সকল বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও সুবিধা-অসুবিধার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছুতে পেরেছে বলে মনে করি। **‘ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ’** প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তার সিকি শতাব্দী অতিক্রান্ত করতে পারবে এ বিষয়ে আমার কোনো সংশয় ছিল না। তার কারণ- সংস্থাটিকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন, নারী ক্ষমতায়ন, গৃহায়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মাতৃভাষা শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন, গবেষণা, প্রকাশনা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা পৌঁছাতে পেরেছি মাত্র ৬৯,০৯১ জন প্রত্যক্ষ সুফল ভোগী ও ৩৯,১১৩ পরিবারের কাছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে পৌঁছতে পারিনি আরো অনেক সুবিধা বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর কাছে। আগামীতে সেসব জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই, বর্তমানে আমাদের সংস্থা লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী ও উপকার ভোগীদের চাহিদা মাথায় রেখে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ওয়েলফেয়ার স্মার্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী My Welfare App অথবা www.welfarebd.org অথবা www.welfarefamily.org অথবা www.welfare.com.bd অথবা www.job.welfarefamily.org অথবা www.quiz.welfarefamily.org এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য Software, Website, Mobile Apps সহ অন্যান্য Modern Technology ব্যবহার করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে।

শুরুতে আমাদের কর্মপরিধি ছিল রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলার মধ্যে সীমিত। বর্তমানে আমাদের সংস্থাটি চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় ৯৯টি উপজেলাতে প্রযুক্তির সহায়তায় কাজের পরিধি বিস্তৃত করার প্রয়াস হাতে নিয়েছে। সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে দেশের অন্যান্য বিভাগের দরিদ্র পীড়িত অঞ্চলেও বিস্তৃত হবে। অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্ণমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি এবং জ্ঞান ভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যে ওয়েলফেয়ার প্রকল্প ও কর্মসূচি এবং কার্যক্রম নীতিমালা, ২০২৩ এর আলোকে ১) স্মার্ট এডুকেশন, ২) স্মার্ট এগ্রিকালচার, ৩) কমিউনিটি সোস্যাল সার্ভিসেস (CSS), ৪) সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP), ৫) সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SEDP), ৬) পভার্টি এলিভিয়েশন পলিসি (Muldhan), ৭) ওয়েলফেয়ার-স্মার্ট গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়ন, ৮) ওয়েলফেয়ার এন্ট্রেপ্রেনিউরস অন্তর্ভূক্তকরণ এবং ৯) সোস্যাল বিজনেস বাস্তবায়নে ১৫ ও ২৫ বছর মেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও সামাজিক

কার্যক্রমসমূহ সম্প্রসারণ করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সামাজিক উন্নয়ন সেক্টর, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেক্টর, জীবিকায়ন সেক্টর, কৃষি উন্নয়ন সেক্টর, জ্বালানী এবং পরিবেশগত উন্নয়ন সেক্টর, দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলা সেক্টর, অধিকার এবং সুশাসন সেক্টর ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সেক্টর চালু করা হয়েছে। ফলে সংস্থার কাজের কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে এর জনবল ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এর ধারাবাহিকতায় ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ কর্মী নিয়োগ, পদায়ন, বদলী, পদোন্নতি, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মীদের আর্থিক ও অনার্থিক সুবিধাদি প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের গাইডলাইন ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও উচ্চ মনোবল অর্জনে সহায়তা করতে আমরা **'স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা'** প্রকাশনার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাবলী ও জন স্বার্থে প্রকাশ করছি। অত্যন্ত গৌরববোধ করি- ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ বেশ কিছু মৌলিক গবেষণা কর্ম দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সৃজনশীল কর্মসম্ভার সমৃদ্ধ করেছে ও ৫৮টির অধিক সেক্টরে প্রভূত কাজ করেছে।

বর্তমানে **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** নামে এই সংগঠনটি এখন সর্বজন পরিচিত। আমি ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ দুই দশকের ঘটনাবহুল যাত্রায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ-এর সম্মানিত উপদেষ্টা, সাধারণ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যদের সক্রিয় সমর্থন ও আমাদের সংস্থা, দাতা সংস্থা, সমস্ত কর্মী, সাধারণ সদস্য, সহকর্মী বা আমাদের সম্মানিত বন্ধু, নেটওয়ার্ক সদস্য, বিগত ২১ বছর সামাজিক কার্যক্রমে জড়িত আমাদের অংশীদার এবং শুভাকাঙ্ক্ষি যারা **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** এর পাশে ছিলেন এবং আছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই দীর্ঘযাত্রায় ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য। আমি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিও কৃতজ্ঞ যারা আমাদের কর্মসূচির বাস্তবায়নকে নিরাপদ করতে সহায়তা করেছেন এবং আরও ধন্যবাদ জানাই আমার সহকর্মীদের যারা আজ পর্যন্ত সংস্থার আদর্শে অবিচল থেকে যারা পেশাদারিত্বের সাথে এখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সাথে ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এর লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছেন যাদের নিরন্তর ও আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারতো না, তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এখানে আমাদের বিপুল কর্মযজ্ঞের কিছু সচিত্র নমুনা উপস্থাপনের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রায় সন্নিবেশ করেছি যেন আক্ষরিক অর্থেই আমাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি সকলের সামনে উন্মুক্ত থাকে।

আমরা সকলের সহযোগীতা চাই এবং কাজ করে যেতে চাই স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে।

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আবুল বাশার

উপসচিব
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড
ও
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট।

আমরা কাজ করে যেতে চাই স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে

চরম দারিদ্র্যতা নিয়ে স্বাধীন হওয়া একটি দেশ মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে উদ্ভাবন, নিষ্ঠা, লক্ষ্য নির্ধারণ এবং দূর দৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের সমন্বয়ে এমন কিছু করা সম্ভব, যা কল্পনা করাও কঠিন। সেই দেশ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ; দারিদ্র্য নিরসনে আমাদের আশ্চর্য সাফল্য এখন বিশ্বজুড়ে আলোচিত এবং স্বীকৃত। যা সম্ভব হয়েছে এ দেশের মানুষের কঠোর পরিশ্রম, দেশপ্রেম, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে।

কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে এবং সুজলা-সুফলা এই দেশের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এই জাতিকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যেতে হবে। এ জন্য আমাদের সক্ষম সকল নাগরিকের মেধা ও হাত কাজে লাগাতে হবে। সকলের কাজের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সরকারের একার পক্ষে যেমন কঠিন, তেমনি সকল সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো একসাথে সক্রিয় রাখার জন্য শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। সরকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করবেন, আর অর্জিত শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যকে পুঁজি করে দেশের বেশির ভাগ নাগরিক যখন নিজেই এক একজন উদ্যোক্তা উঠতে পারবে, তখন আমাদের এই এগিয়ে যাওয়ার গতি আরো তরান্বিত হবে। এ দেশের সেচ্ছাসেবী সংস্থা তথা এনজিও গুলো সেই কাজটিই করছে। সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করার পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরিতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে।

এই মহান লক্ষ্য সামনে রেখেই কাজ করছে **'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ'** আমাদের এনজিও সংস্থাটি রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সমাজসেবা কার্যালয় হতে ২০০২ সালে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা হতে ২০০৭ সালে নিবন্ধিত একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা। বিগত দুই দশক আমরা বিভিন্ন আঙ্গিকে সমাজ উন্নয়নে আমাদের সাধ্যমত অবদান রেখে আসতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণার পর আমরা এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছি। বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্প-২০৪১, বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট অর্থনীতির পথ সুগম করাসহ 'স্মার্ট এডুকেশন' বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্মার্ট এডুকেশন অ্যাডভোকেসি সভা ও সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, উঠান বৈঠক, অভিভাবক সমাবেশ পরিচালনা করার মাধ্যমে আমরা জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস হাতে নিয়েছি। শিক্ষার্থীরা যেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে ঘোষিত কর্মপরিধি এলাকাব্যাপী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছি।

আমরা আনন্দিত যে, আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে আমরা একদল উদ্যোমী তরুণ তরুণীকে সাথে পেয়েছি। যারা প্রতিনিয়ত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলো বহুবার গমন করেছেন শিক্ষার্থীদের মাঝে স্মার্ট বাংলাদেশের ধারনা পৌঁছে দেওয়াসহ দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে। যা অর্ন্তভূক্তি মূলক উন্নয়নের ধারণাকে সম্প্রসারিত করছে। এর অংশ হিসেবেই আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ প্রকাশনাকে সফল করার জন্য আমারা সকলের সহযোগীতা চাই এবং কাজ করে যেতে চাই স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে।

মোহাম্মদ আবুল বাশার
উপসচিব
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড
ও
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

স্মার্ট বাংলাদেশ, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কিছু প্রস্তাব

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ পর্ব শেষে আবারও নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এবারের লক্ষ্যের নাম 'স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১'। আপাতদৃষ্টিতে, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ একই প্রকৃতির রূপকল্প মনে হলেও ব্যবহারিক ও ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে তা বেশ ভিন্ন। ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যম। অপরপক্ষে, স্মার্ট বাংলাদেশ হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী সুসংহত পরিমার্জিত রূপ, যা মূলত সরকারি সেবা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে স্মার্টভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস, যেখানে সকল ধরণের ন্যায্য জন অধিকার পূর্বের তুলনায় অধিকতর সক্ষমতার সঙ্গে নিশ্চিত করার মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে। মূলত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার প্রয়াসই হলো স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব অর্জন করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লক চেইন, আইওটি, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবোটিকস, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের মতো ক্ষেত্রগুলোয় জোর দিতে হবে। এর জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এ প্রবন্ধে কিছু প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশ

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পূর্বে আরও তিনটি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে। যে জাতি বা যে দেশ সে বিপ্লবের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি তারা হয়েছে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার কারণে শিল্প বিপ্লবের সুফল তারা পায়নি। প্রথম শিল্প বিপ্লবের স্থায়িত্ব ছিল ১৭৬০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত। রেলপথ নির্মাণ ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবনের মাধ্যমে এ বিপ্লব যান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের শুরু উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এবং এর ব্যাপ্তি ছিল বিশ শতক জুড়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কনভেয়র বেল্ট-নির্ভর অ্যাসেম্বলি লাইনের প্রয়োগের মাধ্যমে এ বিপ্লব উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়ে দিলে শিল্পোদ্যোক্তাদের আবির্ভাব তথা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণির উদ্ভব হয়। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সূচনা ঘটে ১৯৬০ এর দশকে। এটাকে কেউ কেউ কম্পিউটার বা প্রাথমিক পর্যায়ের ডিজিটাল বিপ্লব বলে অভিহিত করে থাকেন। এর প্রভাবক ছিল সেমি কন্ডাক্টার, মেইন ফ্রেম কম্পিউটিং, পার্সোনাল কম্পিউটিং ও সর্বশেষ ইন্টারনেট।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক Klaus Schwab মনে করেন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব প্রাথমিক পর্যায়েই আছে, যার সূচনা হয়েছে এ শতাব্দীর শুরুতে আর তা গড়ে উঠেছে ডিজিটাল বিপ্লবের উপর ভিত্তি করে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) অধ্যাপক এরিক ব্রিনজফসনআন্ড্র ম্যাকাফি এই যুগকে বর্ণনা করেছেন 'দ্বিতীয় যান্ত্রিক যুগ' হিসাবে। Second Machine Age নামে ২০১৪ সালে প্রকাশিত বইয়ে বলা হয় 'সভ্যতা এখন এক পথের মোড়ে আছে, যেখানে এই ডিজিটাল প্রযুক্তি অটোমেশন ও অভাবনীয় সব জিনিস তৈরির মাধ্যমে পূর্ণশক্তিতে নিজেকে বিকশিত করবে। সভ্যতা এক নতুন মাত্রা পাবে। সুতরাং, অন্যদের কাছে যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা ডিজিটাল যুগের পরবর্তী অবস্থা বর্তমান সরকারের কাছে তা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের আহ্বান।

স্মার্ট বাংলাদেশের বিষয়বস্তু

২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি টেকসই ও উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেন তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ Suriving to Realize the ideals of My Father' শিরোনামে লেখা প্রবন্ধে। তিনি প্রবন্ধটিতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন কীভাবে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সাতটি সমস্যার মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা যায়, কীভাবে দেশ ও জাতিকে একটি স্মার্ট স্তরে উন্নীত করা যায়; যেখানে দেশ নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, স্বৈরাচার, সন্ত্রাসবাদ এবং চরমপন্থার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, সর্বোপরি, সকলের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে। ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা

ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অনুপ্রেরণাদায়ী একটি ঘোষণা। এ ঘোষণা সমাজের সকল শ্রেণি, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় সবচেয়ে বেশি। সে ঘোষণার প্রায় ১৩ বছর পর ৭ এপ্রিল ২০২২ বাংলাদেশ যখন আরেকটি যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, ঠিক তখনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ২০৪১ রূপকল্প বাস্তবায়নের ধারণা দেন। ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তুলবেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিকতম পদক্ষেপ হলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠন। তিনি আরও বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য ৪টা ভিত্তি ঠিক করা হয়েছে- (১) স্মার্ট সিটিজেন (২) স্মার্ট ইকোনমি (৩) স্মার্ট গভর্ণমেন্ট এবং (৪) স্মার্ট সোসাইটি। (১) স্মার্ট সিটিজেন: এই স্তম্ভটির লক্ষ্য থাকবে বাংলাদেশের জনগণকে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে মননে ও মেধায় ক্ষমতায়িত করা। ২০৪১ সালের বাংলাদেশের নাগরিককে সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের এবং অর্থনীতির প্রাণশক্তি হিসাবে গড়ে তোলাই হলো স্মার্ট সিটিজেন ধারণা বাস্তবায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(২) স্মার্ট ইকোনমি: বাংলাদেশের অর্থনীতি হবে উদ্ভাবনীমূলক, যেখানে বাংলাদেশ শিল্প প্রযুক্তি বিপ্লবের অগ্রভাগে নেতৃত্ব দেবে, বিশেষ করে বস্ত্র, তৈরি পোশাক, হালকা প্রকৌশলসহ কৃষি খাতসমূহে। একটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি শক্তিশালী তথ্য ও প্রযুক্তি শিল্প গড়ে তুলবে।

(৩) স্মার্ট গভর্ণমেন্ট: ২০৪১ সালের সরকার ব্যবস্থা হবে অনেকটা অদৃশ্য সরকার ব্যবস্থা। মানুষ যে কোনো ধরণের সেবা পাবে কোনো ধরনের মানুষের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ব্যতীত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জননিরাপত্তা, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত সেবাসমূহ হবে সম্পূর্ণ পেপারলেস।

(৪) স্মার্ট সোসাইটি: স্মার্ট সোসাইটি বলতে মূলত অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝাবে যেখানে সমাজের সকল শ্রেণির নাগরিক ও টেকসই জীবনযাত্রা অন্তর্ভূক্ত থাকবে। প্রযুক্তিগত সহনশীলতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি মানবিক বিষয়াদি নাগরিকদের মধ্যে প্রোথিত থাকবে। স্মার্ট সোসাইটির জীবনযাত্রা হবে স্থিতিশীল, প্রাণোচ্ছল যার চালিকাশক্তি আসবে একটি সমন্বিত প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্ম হতে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে উদ্যোগ

ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠনের পাশাপাশি একটি নির্বাহী কমিটি ও গঠিত হয়েছে, যারা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ২০৪১ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করবেন। টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির কর্মপরিধিতে বলা হয়েছে, 'স্মার্ট বাংলাদেশ' কার্যকর রূপান্তরে স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা নেওয়া, আইন ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি এবং সকল পর্যায়ে তা কার্যকর করণে দিক নির্দেশনা দেবে এ কমিটি। বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক করা হয়েছে। গবেষণা-উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহ দেওয়া এবং ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমির মধ্যে নেটওয়ার্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর গত ৬ জুলাই ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বর্তমানে সারাদেশে ৯২টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/ আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ চলছে। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ৬৪ জেলায় 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপন করা হচ্ছে, যার মধ্যে তিনটি প্রকল্প অনুমোদিত এবং আরও ৩৪টি জেলায় এটি স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আগামী প্রজন্মকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে এবং ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ও রোবোটিকস সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে ৩০০টি স্কুল অব ফিউচার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের ভিত্তি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ইতোমধ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' মডিউল আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যাতে সরকারের এই উদ্যোগের সঙ্গে নবীন সরকারি কর্মকর্তাগণ তাঁদের কর্মজীবনের প্রারম্ভেই পরিচিত হতে পারেন এবং মাঠ প্রশাসনে গিয়ে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। জনপ্রশাসনে কর্মরত সকল কর্মকর্তার ডেটাবেজ - সংবলিত Government Employee Management System(GEMS) সফটওয়্যারের কাজ চলমান, যা সম্পন্ন হলে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্ণমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা কাজ করে যাচ্ছেন।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে জনপ্রশাসন: সেবাদানের ক্ষেত্রে এর প্রায়োগিক তাৎপর্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ অনুযায়ী সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ, সেবামুখী, কল্যাণধর্মী ও দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য। জনপ্রশাসন অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক জনবান্ধব ও সেবামুখী।
জনসেবা দানের ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহ জনবান্ধবরূপে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই এই প্রক্রিয়ার মুখ্য উপজীব্য। জনপ্রশাসনের সদস্য কর্তৃক জনসাধারণকে শিক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যসেবার ও জননিরাপত্তার মতো মৌলিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা খুঁজে বের করাই জনপ্রশাসনের প্রাথমিক লক্ষ্য।

সোজা কথায় বলতে গেলে ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি), রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) ব্যবহার করে কীভাবে সেবাগ্রহীতাদের সেবার মান উন্নত করা যায়, সেবা প্রাপ্তির সময়, খরচ এবং সেবা গ্রহণে সরকারি অফিসে বারবার আসা-যাওয়া কমানোসহ বর্তমানে প্রচলিত সেবা প্রদানের ঘাটতিসমূহ মোকাবিলা করা যায়, তা নির্ধারণ করা জরুরি। যুগের চাহিদা মোকাবিলায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আবির্ভাবের কারণে নিত্যনতুন পণ্য উদ্ভাবনে ও জনসেবা প্রদানে নতুন সম্ভাবনার দ্বারও উন্মুক্ত হয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি কর্মচারীদের যে পাঁচটি দক্ষতা প্রয়োজন

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমাদের জীবন-জীবিকা, কর্মক্ষেত্র এবং সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এবং সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করছে। নতুন প্রযুক্তির বিস্তার কীভাবে ঘটে থাকে তার বিশ্লেষণে প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় হাজার হাজার সরকারি কর্মকর্তা, যেমন- সরকারি নীতি নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক এবং মাঠপর্যায়ে কর্মরত জনপ্রশাসনের সদস্যবৃন্দকে, যারা তাঁদের নেতৃত্বগুণের কারণে প্রযুক্তি এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করেন এবং উভয়ের মধ্যে একটি ইন্টারফেস গঠন করেন।

অদূর ভবিষ্যতে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবিত নতুন পণ্য ও সেবা সৃষ্টির এবং ক্রমাগত অভিযোজিত হওয়ার গতি-প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, থ্রিডি মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহার করে অত্যাধুনিক পোশাক তৈরি, বিভিন্ন নতুন ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন বা বায়োনিক অতিমানব সৃষ্টি, এমনকি অস্ত্র উৎপাদন করা- এর প্রতিটিই বিদ্যমান আইনি কাঠামোর উপর ব্যাপক চাপ ফেলবে। প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাইবার ক্রাইম বেড়ে যাওয়ার ফলে এ-সংক্রান্ত অপরাধ মোকাবিলা করা এক বড় চ্যালেঞ্জ। এর ফলে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের অসহায়ত্ব বাড়ছে এবং অর্থনীতিতে রিয়েল-টাইমে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো বা মোকাবিলা করা দুরূহ হয়ে পড়ছে।

উপরন্তু, নবসৃষ্ট প্রযুক্তি জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী হওয়ার আগে একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে যাওয়ার কথা, কিন্তু নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের হার অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন সরলরৈখিক সম্পর্ক প্রতিনিয়ত ভেঙে পড়ছে; নতুন প্রযুক্তি এবং নিয়ন্ত্রক-সংস্থাসমূহ সেই উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সক্ষমতা অর্জন করতে না পারার কারণে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে জনসাধারণ উক্ত প্রযুক্তি ও সেবাসমূহের আর্থিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হওয়ার আগেই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং অভিজ্ঞতা লাভ করছে।

এই নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং সেগুলো সুচারুরূপে ব্যবহার করা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের স্থায়িত্ব এবং আমাদের দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাসঙ্গিকতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে কার্যকরভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য পাঁচটি দক্ষতা সমান গুরুত্বপূর্ণ:

১. প্রযুক্তিগত জ্ঞান

একজন সরকারি কর্মকর্তা হলেন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত এমন এক ব্যক্তি যার উপর দেশের আপামর জনসাধারণের আস্থা রয়েছে। সমাজে পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাই, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং জনস্বার্থে এর প্রয়োগ, একজন সরকারি কর্মকর্তার জন্য মৌলিক দক্ষতা।

২. উচ্চ মানের ডেটা ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

সরকারি কর্মকর্তাদের প্রযুক্তি ও পেশাগত দক্ষতাকে অবশ্যই বিগ ডেটার সঙ্গে সন্নিবেশ করতে হবে। যেহেতু চতুর্থ শিল্পবিল্পব সাইবার এবং ভৌত বিশ্বকে নতুন উপায়ে একত্রিত করেছে, নাগরিকেরা নিজেরাই এখন ডেটার ভান্ডারে পরিণত হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে দ্রুতগতিতে উৎপন্ন ডেটার পরিমাণ পূর্বে ঘটে যাওয়া যেকোনো কিছুর চেয়ে আকার ও আয়তনে অনেক বড়। এমতাবস্থায়, সরকারকে অবশ্যই উচ্চ কম্পিউটিং শক্তি এবং বিগ ডেটা ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে।

৩. জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে কর্মসম্পাদন

আধুনিক ও কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো আইনি কাঠামো ও বিধিবিধান সংস্কার বা উন্নয়ন কার্যক্রমে নাগরিকসহ অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা। সে জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য সেবাগ্রহীতাদের মতামত (পাবলিক ইনপুট), প্রারম্ভিক সতর্কতা, ডেটা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সেবাদানকারী এবং সেবাগ্রহীতাদের মিথস্ক্রিয়ার জন্য একটি কার্যকর ইন্টারফেস এবং চ্যানেল তৈরি করা প্রয়োজন।

৪. বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক স্থাপন

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হলো শিল্পখাতের বিভিন্ন সেক্টর এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক সহযোগিতার ফসল। একইভাবে, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের মধ্যে মিতস্ক্রিয়ার ফলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব-বিষয়ক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা এবং আইনি কাঠামো সৃজন করতে হবে। এই আইনি কাঠামো ব্যবহৃত হবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে, বিভিন্ন সেক্টরের সর্বোত্তম অনুশীলনগুলোর (Best Practices) আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো বন্ধ করতে। বিভিন্ন পণ্য ও সেবা-সংক্রান্ত বর্তমান ও পূর্বের বিচ্ছিন্ন পুরানো মডেলগুলোকে স্বচ্ছ এবং চিন্তাশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নেটওয়ার্কের ভিতর আনতে হবে। এই নেটওয়ার্কগুলিতে একাডেমিয়া (Academia) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যেমনভাবে বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তি বিষয়ে গভীর জ্ঞানসমৃদ্ধ তৃতীয় পক্ষের সংস্থাগুলো করে থাকে।

৫. উদার এবং তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন প্রশাসন

মৌলিকভাবে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মকর্তাদের সকল সেবার মান নির্ধারণ এবং অনলাইনসহ সকল ক্ষেত্রে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। এর পাশাপাশি তাঁদের সর্বদা কৌতূহলি ও অনুসন্ধিৎসু হতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা পেতে গেলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলোর ক্রমাগত উন্নতি ও সংস্কারসহ জনবান্ধব, পরিবর্তনমুখী ও তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে।

ভবিষ্যৎ প্রস্তাব

ডিজিটাইজেশনের প্রায়োগিক অর্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্বয়ংক্রিয়তা। আর এ স্বয়ংক্রিয়তার বাস্তবভিত্তিক, মানসম্পন্ন, জনচাহিদাভিত্তিক, দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহারের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা যায়:

প্রস্তাব-১: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ:

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ। সে উন্নত দেশ হতে গেলে পণ্য বা সেবা তা যাই হোক না কেন কম খরচে অধিক উৎপাদনে মনোযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহ Diminishing Return To Scale (ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন)-এর পাল্লায় পড়বে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে; যেমন: ১৯৯০ সালে ডেট্রয়েটের বয় তিন কোম্পানির সম্মিলিত মূলধনের বাজার মূল্য ছিল ৩৬ বিলিয়ন ডলার আর কর্মী ছিল ১২ লক্ষ। ২০১৪-তে সিলিকন ভ্যালির সবচেয়ে বড় তিন কোম্পানির মূলধনের বাজার মূল্য ১.০৯ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু তাদের কর্মীসংখ্যা ছিল মাত্র একলক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার। আর এটা হয়েছে প্রযুক্তির স্মার্ট ব্যবহারের ফলে।

প্রস্তাব-২: প্রযুক্তি বান্ধব নতুন প্রজন্ম:

দ্বিতীয় প্রস্তাব আসবে প্রথম প্রস্তাবের সূত্রধরেই। প্রযুক্তির উন্নততর এবং স্মার্ট ব্যবহার যদি জনবহুল বাংলাদেশে শুরু হয়, তাহলে বেকারত্বের হার বৃদ্ধির প্রাসঙ্গিক ভাবনা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের ভাবতে হবে। এই ভাবনা নিয়ে বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদকে ইন্স ১৯৩১ সালে আশঙ্কা প্রকাশ করে ছিলেন প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে বেকারত্ব বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে। তবে তাঁর সে আশঙ্কা এখন পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন সবসময়ই কিছু না কিছু পরিমাণ চাকরি হ্রাস করেছে তবে তা প্রতিস্থাপিত হয়েছে ভিন্ন ধরণের কর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কৃষিকেই উদাহরণ হিসাবে ধরলে দেখব যে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি শ্রমিক ছিল মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫%, বর্তমানে ৪৫.৩৩%। জিডিপিতে ১৯৭২ সালে কৃষির অবদান ছিল ৪৩.০৫%, আর বর্তমানে অবদান প্রায় ১১.২০% এবং তা ক্রমহ্রাসমান। এই নাটকীয় পরিবর্তন আকস্মিক ভাবে ঘটেনি, ঘটেছে বেশ ধীরে ধীরে। ফলে বিপুল কোনো কর্মহীন পরিবেশ তৈরি হয়নি।তবে আশঙ্কার জায়গাটা এখনও বিদ্যমান; কারণ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি অন্য তিনটি শিল্প বিপ্লবের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ও সর্বগ্রাসী। সুতরাং, আমাদের প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খাপখাইয়ে চলতে পারে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করতে পারে।

প্রস্তাব-৩: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নৈতিকতা:

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদগণ দ্বিধাবিভক্ত। নিরাশাবাদীরা বলেন ডিজিটাল বিপ্লবের জরুরি অবদানগুলো ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে আর উৎপাদনের উপর তাদের প্রভাব প্রায় শেষের পথে। বিপরীত দিকে আশাবাদীরা বলেন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন অবস্থান করছে একটি ইনফ্লেকশন বা স্যাডেল পয়েন্টে, শীঘ্রই তা উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। তবে তা যদি সত্য হয় ভুক্তভোগী হবে সেই শ্রমজীবীরাই। কারণ উৎপাদনের চারটি ফ্যাক্টরের মধ্যে কোম্পানিগুলো বেছে নেবে কম শ্রমিক বেশি মূলধন প্রক্রিয়া যার ফলাফলস্বরূপ কম মূল্যে শ্রম ক্রয়ের প্রবণতা বাড়বে। এর বাস্তব উদাহরণ আমাদের দেশের তৈরি পোশাক শিল্প। সুতরাং শ্রম আইন আরও বেশি বাস্তবসম্মত ও শ্রমিকবান্ধব করার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে

প্রস্তাব-৪: লিঙ্গ বৈষম্য ও স্মার্ট বাংলাদেশ:
ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৫-এর দশম সংস্করণে প্রকাশিত হয় দুটি উদ্বেগজনক প্রবণতা- (ক) বর্তমান ধারায় এগোতে থাকলে দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক লিঙ্গ সমতা অর্জিত হতে আরও সময় লাগবে ১১৮ বছর এবং (খ) সমাজে নর-নারীর বৈষম্য দূর হচ্ছে না;

এই বিষয়দুটি বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় লিঙ্গ বৈষম্যের উপর চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা স্মার্ট বাংলাদেশের প্রভাব এখনো পরিপূর্ণভাবে অনুমেয় না হলেও অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় সমাজের যে কোনো নেতিবাচক প্রভাব নারীদেরই প্রথম আঘাত করে। এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো নারীপ্রধান পেশা নাকি পুরুষপ্রধান পেশা কোনটি বেশি অটোমেশন-এর দিকে ঝুঁকবে, তার উপর নির্ভর করবে লিঙ্গ বৈষম্য কমবে না বাড়বে। আমাদের প্রথমে নারীপ্রধান পেশা চিহ্নিত করতে হবে এবং নারীপ্রধান পেশা বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে এমনটা ধরে নিয়ে আমরা যদি এখনই প্রস্তুতি নিয়ে রাখি, তবে আসন্ন বিপদ (যদি আসে) মোকাবিলায় আমরা সফল হব।

প্রস্তাব-৫: পরিবেশনবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ:
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রজেক্ট স্টিম লাইন নামক প্রকল্পটি চক্রাকার অর্থনীতির একটি দারুণ মডেল সম্বন্ধে ধারণা দেয়। শুধু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার নয় আমাদের পরিবেশও এই চক্রাকার অর্থনীতির অংশ। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে পরিবেশের ক্ষতি হলে তা পুষিয়ে নিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। স্মার্ট শিল্পে উৎপাদনের ভৌত উপকরণ, জ্বালানি, শ্রম আর জ্ঞান এমনভাবে সম্মিলিত করতে হবে, যাতে পরিবেশ থেকে আহরিত সম্পদ প্রত্যর্পণ ও প্রতিস্থাপন করা যায়। এতেই নতুন চক্রাকার অর্থনীতি তৈরি করা যাবে, যা হবে টেকসই।

প্রস্তাব-৬: জনপ্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি:
সরকারি কর্মচারীগণকে সরকারের সকল নীতি, নির্দেশ, কার্যক্রম, উদ্যোগ ও কর্মকান্ড সফলভাবে সম্পাদনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। জনপ্রশাসন যত স্মার্ট হবে দেশ তত অগ্রসর হবে অর্থাৎ Smart Public Administration for Smart Bangladesh এই মন্ত্রে জনপ্রশাসনের সকলকে দীক্ষিত হতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন যে, সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ প্রয়োজন। সে কারণে, প্রজাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীগণের মেধা সম্পদের যথাযথ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং একটি আধুনিক উন্নত বাংলাদেশ গঠনে অন্যতম চালিকা শক্তি হিসাবে সরকারি কর্মচারীগণকেও স্মার্ট হতে হবে। সেই স্মার্টনেস প্রতিফলিত হবে তাঁদের চলনে-বলনে, কাজে-কর্মে, জনসেবায় ও দেশপ্রেমে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রণীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সিলেবাসে তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর মডিউল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত স্মার্ট জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে যেসকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা যথেষ্ট কি না সে ব্যাপারে বৎসরান্তে মূল্যায়ন পূর্বক সংযোজন-বিয়োজন ও হালনাগাদ করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে। সরকারের সকল স্তরের নিয়োগ পরীক্ষায় দক্ষতা যাচাই এমন হতে হবে যেন স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে কর্মচারীগণ কর্মজীবনের প্রারম্ভ হতেই ভূমিকা রাখতে পারেন। সে জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনসহ নিয়োগকারী সকল কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বিপ্লবকে বুনিয়াদ ধরে পরবর্তী পদক্ষেপ স্মার্ট বাংলাদেশ সৃজনের প্রয়াসকে তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এ প্রবন্ধটি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ যেমন সফল হয়েছে, তেমনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণেও সফল হবে। জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অভিজ্ঞতা রয়েছে সে জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনেও তাঁরা সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২৩'

প্রফেসর ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রা

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও আইসিটি খাতে বিপ্লব সাধন, করোনা মহামারি মোকাবিলায় অসামান্য সাফল্যে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে ও বিশ্বে পঞ্চম স্থানে আসীন করা, দেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের কাতারে শামিল করাসহ বাংলাদেশের অসংখ্য কালোত্তীর্ণ অর্জনের কারিগর সফল রাষ্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাবার 'সোনার বাংলা' গড়া অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আলোকবর্তিকা হাতে বঙ্গবন্ধু কন্যা এ দেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, উদ্ভাবনী জাতি এবং একটি অর্ন্তভূক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গঠন করায় হবে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের প্রধান দিক।

২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল দিবসের উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার রূপকল্প-২০৪১ এর ঘোষণা করেন। ১১ জানুয়ারি-২০২৩ জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে এ সংকল্পের পুনরাবৃত্তি করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে এবং মাথাপিছু গড় আয় হবে ৫ হাজার ৯০৬ ডলারের ওপরে এবং ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে ১২ হাজার ৫০০ ডলারের বেশি।' স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট স্বাস্থ্য, স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট শিক্ষা, স্মার্ট যোগাযোগ, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট প্রযুক্তি, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট সরকার গড়ে তোলাকে বোঝানো হয়েছে। যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর, সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং উন্নয়নে দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণসহ সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা হবে। ভবিষ্যৎ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সাক্ষরতা অর্জিত হবে, তৈরি হবে পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি।

স্মার্ট বাংলাদেশের নাগরিক ও স্মার্ট হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাস্থ্যকর জীবনধারা, উন্মুক্ত মন, বহুসাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনশীলতা, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অত্যন্ত নমনীয় এবং স্থিতিস্থাপক, পেশাদারিত্ব, উচ্চ মানব উন্নয়ন সূচক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোকে একীভূত করে, জীবনমূখী শিক্ষা, উচ্চ মানব পুঁজি, উচ্চ স্নাতক তালিকাভূক্তির অনুপাতের ভিত্তিতে স্মার্ট নাগরিকের ধারণা সুস্পষ্ট হবে। পাশাপাশি 'স্মার্ট ইকোনমি' উচ্চ উৎপাদনশীলতা, অর্থনৈতিক ডিএনএ (ডিএনএ ইকোনমিক্স হলো একটি বিশেষজ্ঞ অর্থনীতির পরামর্শদাতা, যা ব্যবসা, কৌশল এবং নীতিগত দক্ষতাকে একত্র করে), নতুন উদ্ভাবন, যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দ্বারা সমর্থিত, পর্যটন, উচ্চ মূল্যবোধের সৃজনশীলতা এবং নতুন ধারণা, ভারসাম্যপূর্ণ এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আলোকিত উদ্যোক্তা নেতৃত্ব, জাতীয় ব্র্যান্ড বিকাশ ও সমর্থন করা, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ, কৌশলগত বিনিয়োগ, স্থানীয়ভাবে চিন্তা করে, আঞ্চলিকভাবে কাজ করে এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা করে। এটি গড়ে তুলতে দেশব্যাপী ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে প্রবাসী হেল্পডেস্ক চালু, সরকারের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণে ডিজিটাল সেন্টারের নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে 'সাথী' নেটওয়ার্ক সৃষ্টি, দেশের সব পরিষেবা বিল প্রদানের পদ্ধতি সহজীকরণে সমন্বিত পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম 'একপে'তে আটটি আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নতুন পেমেন্ট চ্যানেলযুক্ত করা হয়েছে।

স্মার্ট সরকারের বৈশিষ্ট্য হবে দায়িত্বশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, জনবান্ধব নগর ব্যবস্থাপনা, ই-গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা, টেকসই নগর উন্নয়ন কৌশল, অংশগ্রহণমূলক নীতি প্রণয়ন ও দক্ষতার সঙ্গে এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা। বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ডিজিটাল সেন্টারভিত্তিক ওয়ানস্টপ সেবাকেন্দ্র এবং প্রকল্পের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পিপিএস এবং আরএমএস সফটওয়্যার ও অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট (আরএমএস) সিস্টেম চালু করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হলো 'স্মার্ট প্রকৃতি'। প্রকৃতির সঙ্গে বসবাস এবং তা রক্ষা করে, আকর্ষণীয় এবং প্রাকৃতিক স্থাপনা, প্রাকৃতিক ঐতিহ্য, অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণ, স্মার্ট পরিবেশ, দক্ষতার সঙ্গে এবং কার্যকর ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, বিনোদনের সুযোগ, সবুজ শহর ও পরিচ্ছন্ন শহর, পর্যাপ্ত এবং প্রবেশযোগ্য সর্বজনীন সবুজ স্থান গড়ে তোলাই হলো স্মার্ট প্রকৃতির লক্ষ্য।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে পদ্মা সেতু, পদ্মা রেল প্রকল্প, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলী টানেল, মাতারবাড়ী তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা সমুদ্রবন্দর ও বিদ্যুৎকেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো বেশ কিছু মেগা প্রকল্প হাতে নেয়। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে ও বাকি আটটি প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ছাড়া আগামীমাসে কর্ণফুলী টানেল উদ্বোধনের মাধ্যমে যোগাযোগ অবকাঠামোয় নতুন মাইলফলক ছুঁতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু কন্যার টানা তিন শাসনামলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির উন্নয়নমূলক চিত্র বাংলাদেশের অর্থনীতির বিগত ১৩ বছরের সামষ্টিক সূচকগুলো বিবেচনা করলেই স্পষ্ট হয়। ২০০৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপির আকার ছিল মাত্র ১০২ বিলিয়ন ডলার, যা বর্তমানে ৪৬০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ৭০২ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২ হাজার ৭৯৩ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এ ধারাবাহিকতা দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করবে।

দেশে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা বর্তমানে পুরোপুরি দৃশ্যমান। দেশব্যাপী ২৮টি হাইটেক পার্ক করা হয়েছে। মাত্র ১৩ বছরে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫৬ লাখ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩ কোটি এবং মোবাইল সংযোগের সংখ্যা ১৮ কোটিরও বেশি। এরই মধ্যে মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইটসহ কয়েকটি বড় প্রাপ্তি বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে অন্যরকম এক উচ্চতায়। বাংলা গভর্নেট ও ইনফো সরকার-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে ১৮ হাজার ৫০০টি সরকারি অফিস নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। ৮০০ সরকারি অফিসে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, ২৫৪ এগ্রিকালচার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার (এআইসিসি) ও ২৫ টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নারী উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি বাড়ছে। দেশে কেনাকাটা সংক্রান্ত ১২ হাজার পেজ চালাচ্ছে নারীরা। 'স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১' রূপকল্প বাস্তবায়নে মহাকাশ অর্থনীতি নামে আরেকটি খাত দেখা যেতে পারে। মানুষের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের জন্য সারা দেশে প্রায় ৪ হাজার ৪০০টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল সেন্টার থেকে বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে ৭০ লাখেরও বেশি মানুষকে সেবা দেয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত নাগরিকরা ৪০ কোটিরও বেশি পরিষেবা পেয়েছেন ডিজিটাল সেন্টার থেকে। ফলে নাগরিকরা ৭৮.১৪% কর্মঘণ্টা, ১৬.৫৫% খরচ বাঁচাতে এবং ১৭.৪% ভ্রমণ ব্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে। কাগজবিহীন যোগাযোগের ফলে ই-ডকুমেন্টের মাধ্যমে ২ কোটি ৪ লাখেরও বেশি ফাইল নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ই-মিউটেশন সিস্টেমের মাধ্যমে অনলাইনে ৪৫.৬৮ লাখেরও বেশি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফলে দেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে উঠেছে। প্রায় ২,৫০০ স্টার্টআপ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, যারা আরও প্রায় ১.৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। শুধু সাত বছরে এ খাতে ৭০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। অনলাইন কর্মশক্তিতে বাংলাদেশ বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার প্রশিক্ষিত ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং সেক্টর থেকে কমপক্ষে ৫০০ ডলার মিলিয়ন আয় করছে। ১৩ বছর আগে আইটি অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার আর বর্তমানে তা ছাড়িয়ে গেছে ১.০৪ বিলিয়ন ডলারে। সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে আইসিটি রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইসিটি খাতে ৩ লাখ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর একযুগ (২০১০-২২) ধরে বাংলাদেশ গড়ে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ছয় বছর গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। এ সময় কর্মসংস্থান বেড়েছে এবং দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। সরকার ধারণা করছে, ২০২২-২৩ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার হবে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত 'শ্রমশক্তি জরিপ-২০২২' অনুযায়ী, দেশের বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে কমে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ হয়েছে। বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখায় শেখ হাসিনাকে 'আয়রন লেডি' উপাধি দেয় 'দ্য ইকোনমিস্ট'। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর অধীনে, বর্তমান পরিকল্পনা সুনীল অর্থনৈতিক সম্পদ (মৎস্য, সামুদ্রিক শৈবাল, খনিজসম্পদ) আহরণের ওপর সরকার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশগুলোর উত্তম পদক্ষেপগুলো যাচাই করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ: আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান-২০৪১' এ মোট ৪০টি মেগা প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে, যেসব কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম লক্ষ্য ২০৪১ সাল নাগাদ জাতীয় অর্থনীতিতে আইসিটি খাতের অবদান অন্তত ২০ শতাংশ নিশ্চিত করা।

ইতোমধ্যে এটুআইসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করেছে। এটুআই দেশি-বিদেশি বিভিন্ন অংশীজনের সহায়তায় 'স্মার্ট ভিলেজ', 'স্মার্ট সিটি' এবং 'স্মার্ট অফিস' কনসেপ্টের পাইলটিং শুরু করেছে। যথার্থ জ্ঞান, দক্ষতা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে এটুআই পরিচালনা করছে 'সিভিল সার্ভিস ২০৪১: ডিজিটাল লিডারশিপ জার্নি'। তবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এদেশের বৃহৎ জনবলকে উৎপাদন কাজে যুক্ত করা, তাদের দক্ষ করে তোলা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উপযুক্ত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সে যাওয়া। তবেই দেশের মানুষ উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার ভিত্তিতে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করবে।

২০০৮ সালে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন। আজ বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। এখন যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলছেন তাও শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই সম্ভব। তবে বঙ্গবন্ধু কন্যার এ অভিযাত্রায় যুক্ত হতে হবে দেশের সব পেশা ও শ্রেণির মানুষকে, নিজ নিজ জায়গা থেকে নৈতিকতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কৃতজ্ঞতা : দৈনিক বাংলা)

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ শীর্ষক কর্মশালার স্থির চিত্র

স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও প্রশাসনিক সফরের স্থির চিত্র-১।

স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও প্রশাসনিক সফরের স্থির চিত্র-২।

জেলা প্রশাসন পর্যায়ে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় প্রশাসনিক সফরের স্থির চিত্র।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পর্যায়ে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় প্রশাসনিক সফরের স্থির চিত্র।

উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান পর্যায়ে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় প্রশাসনিক সফরের স্থির চিত্র।

ইউনিয়ন পর্যায়ে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন ও আলোচনা সভা উদ্বোধনের স্থির চিত্র।

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার ওয়ার্ড পর্যায়ে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভার এবং এনজিও সমন্বয় সভায় অংশ গ্রহণের স্থির চিত্র।

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের স্থির চিত্র।

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার পায়া ডেভেলপমেন্ট কমিটি (পিডিসি) সদস্য পর্যায় শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি আয়োজনের স্থির চিত্র।

দুস্থ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ইফতার বিতরণ এবং রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার পাড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটি (পিডিসি) সদস্য পর্যায় বই বিতরণ কর্মসূচি ও নগদ অর্থ সহায়তার স্থির চিত্র।

সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলী ও মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনের স্থির চিত্র।

সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্যোগে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, তথ্য অধিকার দিবস এবং মহান মে দিবস উদযাপনের স্থির চিত্র।

সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও স্থানীয় সরকার দিবস এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বার্ষিক বনভোজন উদযাপনের স্থির চিত্র।

বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের স্থির চিত্র

প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নিবন্ধনকৃত সনদপত্র

Duplicate

Government of the People's Republic of Bangladesh

NGO AFFAIRS BUREAU

Prime Minister's Office

Registration Certificate

Registration No : 2136 Date : 07/03/2007

Under the provisions of 'The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Act, 2016' and Subject to the Conditions stated overleaf WELFARE FAMILY BANGLADESH

Address: Kathaltali, Banarupa, P. S: Kotwali, Post Code: 4500, Rangamati Sadar, Rangamati Hill District.

From: 07/03/2017 To: 06/03/2027

has this day been ~~registered~~/registration renewed.

This certificate is given under my hand and seal on this Two day of October two thousand And Twenty Three.

Prepared By
Md. Mizahoor Rahman
Upper Division Assistant
Prime Minister's Office

Director General
Sk. Md. Moniruzzaman
NGO Affairs Bureau
Prime Minister's Office

Issue No. 173385 Date: 20/07/2020

Certificate of Incorporation
(under Act XVIII of 1994)

No. C-161658/2020

I hereby certify that ***WELFARE TECHNOLOGIES SERVICES LIMITED*** *is this day incorporated under the Companies Act (Act XVIII) of 1994 and that the Company is Limited.*

Given under my hand at ***Dhaka*** *this* ***Twentieth*** *day of* ***July two thousand and twenty.***

By order of
Registrar

Assistant Registrar
Registrar of Joint Stock Companies & Firms
Bangladesh

N.B. This certificate is digitally signed. Please find the soft copy to verify the signature.

Organogram Of Welfare

Management Team (MT)- Chairman, Chairman (WFM), Senior Executive Chairman, Company Secretary, Executive Chairman, Managing Director, Chief Executive Officer, Executive Director & Project Director.Chairman/ Chairman(WFM) will be the convener of the Team.

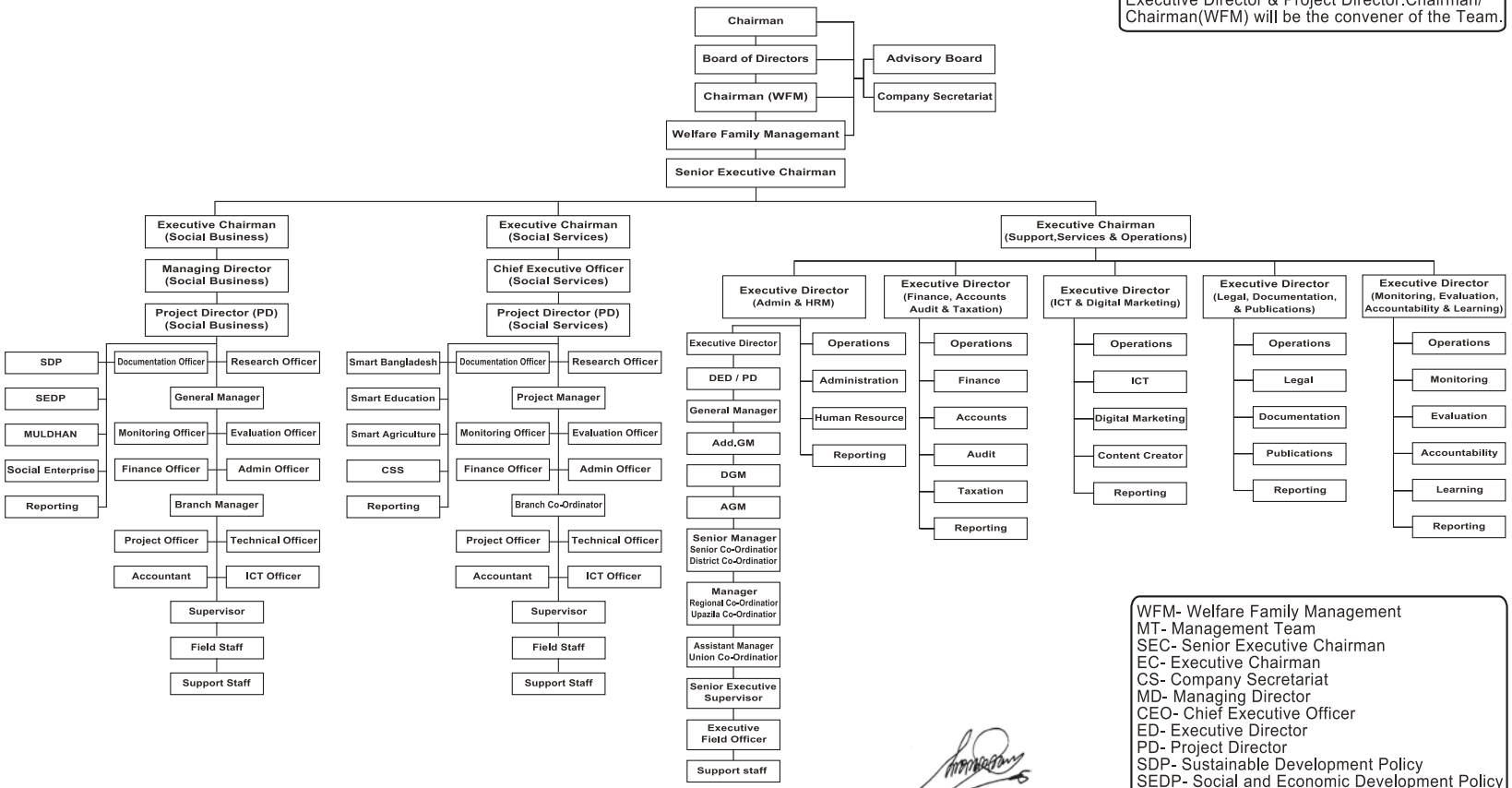

Signature of Authority

WFM- Welfare Family Management
MT- Management Team
SEC- Senior Executive Chairman
EC- Executive Chairman
CS- Company Secretariat
MD- Managing Director
CEO- Chief Executive Officer
ED- Executive Director
PD- Project Director
SDP- Sustainable Development Policy
SEDP- Social and Economic Development Policy
Muldhan- Poverty Alleviation Policy (Muldhan)
CSS- Community Social Services

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ২, ২০২৩

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।]

ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
চট্টগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৩ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩

নং: **ওয়েলফেয়ার টিএসএল/প্রশাঃ/এনজিও সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম/বিজ্ঞপ্তি-২০২৩.০০.০৫-১৪৬**—সকলের অবগতি ও কার্যার্থে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এর মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ (Allocation of Business) অনুসারে স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে সহযোগীতা প্রদানকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ এবং ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড (ব্র্যান্ডিং পরিচিতি ও শিরোনামযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা: ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগীতা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল এনজিও, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় ও সহযোগীতায় স্মার্ট এডুকেশন এর আওতাভুক্ত সকল কাজ বা কার্যাবলি পরিচালনা করার জন্য বোর্ড অব ডাইরেক্টরস সভায় স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ অনুমোদন করেছে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থে প্রকাশ করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থে

নুর মোহাম্মদ সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান।

মূল্য : টাকা ২৪.০০

স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩

প্রথম অধ্যায়
সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন এবং সংজ্ঞা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**

(১) এটি **'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩'** নামে অভিহিত হবে।

(২) অন্যকোনো নীতিমালা, চুক্তি বা সমজাতীয় দলিলে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকলে, এই 'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩' এর ধারা, উপধারার নিম্নবর্ণিত সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানি, দেশি ও বিদেশি দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে বাংলাদেশে পরিচালিত সকল বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বা ছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট নিয়োজিত সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। যথা: ১) বাংলাদেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, ২) বাংলাদেশের সকল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, ৩) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত সরকারি কলেজসমূহ, ৪) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত বেসরকারি কলেজসমূহ, ৫) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত কলেজসমূহ, ৬) বাংলাদেশের সকল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ, ৭) বাংলাদেশের সকল বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ, ৮) বাংলাদেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ, ৯) বাংলাদেশের সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ, ১০) দেশি ও বিদেশি দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে বাংলাদেশে পরিচালিত সকল বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র বা ছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট নিয়োজিত সকল ব্যক্তিগণের জন্য যেকোনো আইন, বিধি ও নীতিমালা যেভাবে প্রযোজ্য ছিল, সে সকল বিধানের বিষয়বস্তুর প্রতিফলনে যে সকল বিধান এই 'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩' এর সাথে সংযোজিত হয়েছে তা সকলের জন্য প্রযোজ্য থাকবে।

(৩) রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারক (MoU) বা চুক্তি রেজিস্টার্ড বন্ড নাম্বার দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে সে তারিখে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেকে এই 'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩' কার্যকর হয়েছে।

(৪) স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞা**

(১) স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বলতে ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড (ব্র্যান্ডিং পরিচিতি ও শিরোনামযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা: ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগীতা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে লক্ষ্যভুক্ত ছাত্র বা ছাত্রীর শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং সংস্থার কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্মার্ট শিক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহিত 'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩' কে বুঝাবে।

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে **'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩'** অনুযায়ী—

(১) **"স্মার্ট বাংলাদেশ"** বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (কমিটি বিষয়ক শাখা) কর্তৃক গঠিত ও গৃহিত রূপকল্প-২০৪১ কে বুঝায়;

(২) **'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩'** বলতে সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের ধারাবাহিকতায় ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড কর্তৃক 'স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম' বিস্তারের লক্ষ্যে 'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩' প্রকাশনাকে বুঝায়;

(৩) **"মন্ত্রণালয়"** বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে বুঝায়;

(৪) **"বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন" (ইউজিসি)** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(৫) **"মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(৬) **"বাংলাদেশ স্কাউটস"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ স্কাউটসকে বুঝায়;

(৭) **"প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত ট্রাস্টকে বুঝায়;

(৮) **"মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত সকল শিক্ষাবোর্ডকে বুঝায়;

(৯) **"বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(১০) **"জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(১১) **"জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(১২) **"পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(১৩) **"শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(১৪) **"বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও সনদ কর্তৃপক্ষ"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(১৫) **"কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(১৬) **"মাদ্‌রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(১৭) **"বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(১৮) **"বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(১৯) **"জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(২০) **"বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট"** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(২১) **"প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর"** বলতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(২২) **"উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো"** বলতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(২৩) **"জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি"** বলতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(২৪) **"শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট"** বলতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(২৫) **"বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট"** বলতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(২৬) **"শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"** বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়' এবং 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(২৭) **"ম্যানেজিং কমিটি" বা "গভর্নিং বোর্ড"** বলতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদকে বুঝায়;

(২৮) **"প্রতিষ্ঠান"** বলতে ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেডকে বুঝায়;

(২৯) **"সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা"** বলতে প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ এবং পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত সরকারি অথবা বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠান থেকে নিবন্ধিত যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে বুঝায়;

(৩০) **"রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশন কর্তৃপক্ষ"** বলতে প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন 'ফিনটেক আইসিটি রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড সাবস্ক্রিপশন সার্ভিসেস লিমিটেড' কে বুঝায়;

(৩১) **"স্মার্ট এডুকেশন কর্তৃপক্ষ"** বলতে ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট বা ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট অথবা এই 'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩' এর অধীন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কাজ বা কার্যাবলি সম্পাদন করার জন্য বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তাগণকে বুঝায়;

(৩২) **"সংস্থা বা সংগঠন"** বলতে 'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' ও 'সিএইচটি উইমেন ফোরাম' এবং পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত সরকারি অথবা বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন থেকে নিবন্ধিত বা সদস্যভুক্ত যেকোনো সংস্থা বা সংগঠনকে বুঝায়;

(৩৩) **"ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট"** বা **"বোর্ড অব ডাইরেক্টরস"** বলতে 'ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড' পরিচালনার প্রধান বা মূল পর্ষদ সদস্যদেরকে বুঝায়;

(৩৪) **"ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট"** বলতে ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট বা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক গঠিত ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট বুঝায়;

(৩৫) **"কোম্পানি"** বলতে ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড ও এর আওতাভুক্ত যেকোনো নিবন্ধিত কোম্পানিকে বুঝায়;

(৩৬) **"এনজিও সংস্থা"** বলতে 'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ', ও 'সিএইচটি উইমেন ফোরাম' এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত ও প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোনো এনজিও সংস্থাকে বুঝায়;

(৩৭) **"ডেভেলপমেন্ট পার্টনারস"** বলতে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন চুক্তিবদ্ধ যেকোনো কোম্পানি, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO) ও সংগঠনকে বুঝায়;

(৩৮) **"স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা"** বলতে 'ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ' ও 'সিএইচটি উইমেন ফোরাম' এবং 'সমাজসেবা অধিদফতর' অথবা 'মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর' অথবা 'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর' অথবা রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যান্ড ফার্মস নিবন্ধিত ও প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বুঝায়;

(৩৯) **"অ্যাপ"** বলতে প্রতিষ্ঠানের একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন My Welfare App অথবা প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য Mobile Apps কে বুঝায়;

(৪০) **"ওয়েবসাইট"** বলতে প্রতিষ্ঠানের একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন www.welfarebd.org অথবা www.welfarefamily.org অথবা www.job.welfarefamily.org অথবা www.welfare.com.bd এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য Website কে বুঝায়;

(৪১) **"ওয়েলফেয়ার সফটওয়্যার"** বলতে প্রতিষ্ঠানের একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়েলফেয়ার কাস্টমাইজড ও ব্যবহৃত যেকোনো সফটওয়্যারকে বুঝায়;

(৪২) **"অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যার ভিত্তিক নিবন্ধন সদস্য সংগ্রহ"** বলতে প্রতিষ্ঠানের একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন My Welfare App অথবা www.welfarebd.org অথবা www.welfarefamily.org অথবা www.job.welfarefamily.org অথবা www.quiz.welfarefamily.org অথবা www.welfare.com.bd এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য Software, Website, Mobile Apps সহ অন্যান্য Modern Technology ব্যবহার করে স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়ন করার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক নিবন্ধন সদস্য সংগ্রহকে বুঝায়;

(৪৩) **"ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটি"** বলতে লক্ষ্যভুক্ত ছাত্র বা ছাত্রীর শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অ্যাপ নিবন্ধন সদস্য দ্বারা গঠিত কমিউনিটিকে বুঝায়;

(৪৪) **"দান-অনুদান"**বলতে লক্ষ্যভুক্ত ছাত্র বা ছাত্রীর শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্মার্ট শিক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রকার দাতাগোষ্ঠী থেকে সংগৃহীত তহবিল বা পণ্যকে বুঝায়;

(৪৫) **"বিনিয়োগ গ্রহণ বা সংগ্রহ"** বলতে লক্ষ্যভুক্ত ছাত্র বা ছাত্রীর শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং সংস্থার কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্মার্ট শিক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার চুক্তির মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের বিনিয়োগকারী দাতাগোষ্ঠী বা ব্যক্তি থেকে হতে সংগৃহীত তহবিলকে বুঝায়;

(৪৬) **"ঋণ গ্রহণ বা সংগ্রহ"** বলতে লক্ষ্যভুক্ত ছাত্র বা ছাত্রীর শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং সংস্থার কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্মার্ট শিক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার চুক্তির মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের ঋণ দাতাগোষ্ঠী বা ব্যক্তি থেকে সংগৃহীত তহবিলকে ঋণ গ্রহণ বা সংগ্রহ বুঝায়;

(৪৭) **"বিজ্ঞাপন"** বলতে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকা বা সোস্যাল মিডিয়া বা অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনকে বুঝায়;

(৪৮) **"তফসিল"** বলতে এই 'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩' এর সাথে সংযোজিত তফসিলকে বুঝায়;

(৪৯) **"নীতিমালা বা পরিপত্র বা বিজ্ঞপ্তি"** বলতে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে সময়ে সময়ে জারীকৃত যেকোনো নীতিমালা বা পরিপত্র বা বিজ্ঞপ্তিকে বুঝাবে;

(৫০) **"গেজেট বিজ্ঞপ্তি"** বলতে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে সময়ে সময়ে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস সভায় অনুমোদন গ্রহণ করে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তিকে বুঝাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

৩। স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়ন রূপকল্প

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অধীন দপ্তর বা সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও উদ্ভাবনী গবেষণায় উৎকর্ষতা অর্জন, টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সার্বিক সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা। যাতে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ গঠনের ধারাবাহিকতায় 'স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম' বিস্তারের লক্ষ্যে 'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩' অনুযায়ী বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে এমন আলোকিত মানুষ তৈরি করতে সকলের জন্য উপলব্ধ শিক্ষাগত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ কাজ করছে। ওয়েলফেয়ার স্মার্ট এডুকেশন কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য পরিষেবা প্রদানের গুণমান বাড়ানো এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষায় অ্যাক্সেসের সমতা উন্নত করার জন্য আধুনিক শিক্ষার গুণমান উন্নতি এবং নির্দিষ্ট পদক্ষেপের উপর মনোযোগ দিচ্ছে। দেশের শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা চিন্তা করে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং শিক্ষা প্রশাসনে একটি আধুনিক উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসাবে বিকশিত হওয়ার লক্ষ্যে কারিগরি, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ কাজ করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ ও স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়নে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ ও ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এবং সিএইচটি উইমেন ফোরাম প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মত আছেন।

৪। **স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যসমূহ**

(১) সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও দক্ষতাভিত্তিক জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করা;

(২) সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি করা;

(৩) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম ও আর্থিক চাহিদা নিরূপণ এবং বাংলাদেশে উচ্চস্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(৪) স্মার্ট শিক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির গুণগত মানোন্নয়ন করা;

(৫) অধিকতর উন্নত গবেষণার জন্য অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং উদ্ভাবনী গবেষণার সক্ষমতাকে শক্তিশালী করা;

(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উদিয়মান প্রযুক্তি এবং শিক্ষার সবগুলো শাখার ফলিত গবেষণাকে উৎসাহ প্রদান করা;

(৭) জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনকে উৎসাহিত করা;

(৮) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সুশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সচেষ্ট হতে সহায়তা করা;

(৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে আইসিটির প্রয়োগ এবং দেশ ও দেশের বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে স্মার্ট বা ডিজিটাল যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;

(১০) সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানে সহায়তা করা;

(১১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের শিখন বা শেখানো পদ্ধতির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা;

(১২) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের উদ্ভাবনী গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে সহায়তা করা;

(১৩) সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সরকারের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে মান নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী সরকারকে পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করা;

(১৪) বাংলাদেশ ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্ত যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বা ছাত্রীদের মাসিক বেতনসহ অন্যান্য ফি পরিশোধ করতে সহযোগীতা করা;

(১৫) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বা ছাত্রীদের My Welfare App অথবা www.welfarebd.org এর রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম সাবস্ক্রিপশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটির সদস্যদের নিম্নোক্ত সেবার আওতাভুক্ত করা যাবে। যথা:

(১) ডিজিটাল ডিভাইস, মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট, ইন্টারেক্টিভ এনিমেশন এবং অডিও-ভিডিও দিয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করা;

(২) শিক্ষার সকল উপকরণ ও সরঞ্জাম, খেলাধুলার মাঠ, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল প্রতিষ্ঠানে একই রকম করার উদ্যোগ গ্রহণে সরকারকে সহযোগীতা করা;

(৩) অভিভাবক সমাবেশ করা;

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বা ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য যাত্রী ছাউনি স্থাপন করা;

(৫) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এক করার উদ্যোগে সরকারকে সহযোগীতা করা;

(৬) শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে একবার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয়), গবেষণা কেন্দ্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ইতিহাস ও ঐতিহ্যর স্থানসমূহ পরিদর্শন করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(৭) স্মার্ট এডুকেশন সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মতবিনিময়, কর্মশালা ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক, ক্যাম্পেইন, প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা;

(৮) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের ছাত্র বা ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য উপযুক্ত মনোরম পরিবেশ তৈরি করতে কর্তৃপক্ষকে সচেতন করা;

(৯) সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ক্রীড়া, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষা সফরের আয়োজন করা;

(১০) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের ছাত্র বা ছাত্রীদের জন্য আধুনিক জিমনেসিয়াম, সুসজ্জিত ব্যায়ামাগার, ডে কেয়ার ইত্যাদি স্থাপন করা;

(১১) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্ধ, ডিজেবল ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক শ্রেণিকক্ষ তৈরি করে দেয়া;

(১২) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের ছাত্র বা ছাত্রীদের কর্মমুখী, সৃজনশীল ও কল্যানমূখী দেশপ্রেম শিক্ষায় শিক্ষিত করতে সহায়তা করা;

(১৩) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা;

(১৪) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের কিশোরী শিক্ষার্থীদের মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ বা বিতরণ করা;

(১৫) স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বিনির্মাণে স্মার্ট এডুকেশন ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রাম আয়োজন করা;

(১৬) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) তৈরি করে দেয়া;

৫। **স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

(১) My Welfare App অথবা www.welfarebd.org এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বা ছাত্রীদের স্মার্ট এডুকেশন এর আওতাভুক্ত প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটির সদস্যদের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা;

(২) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের ছাত্র বা ছাত্রীদের জন্য বিনা খরচে বা নিখরচায় (free) ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা;

(৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং প্রতিবন্ধি ও ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠিসহ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকারকে সহায়তা করা;

(৪) স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা;

(৫) শিশু, প্রতিবন্ধি ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন বা শেখানো পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন করতে সহায়তা করা;

(৬) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের ছাত্র বা ছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করতে সহায়তা করা;

(৭) শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে সরকার ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা;

(৮) প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা;

(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমতা (equity & equality) নিশ্চিত করতে সহায়তা করা।

৬। **স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ**

স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ। যথা:

(১) প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের ছাত্র বা ছাত্রীদের মানসম্মত স্মার্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা;

(২) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম উৎপাদনমুখী মানব সম্পদ তৈরি করতে সহায়তা করা;

(৩) দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা;

(৪) নানাবিধ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সহায়তা করা;

(৫) শিক্ষার সকল স্তরে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং সকল জনগোষ্ঠীর জন্য সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে সহায়তা করা;

(৬) শিশু, প্রতিবন্ধি ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন করতে সহায়তা করা;

(৭) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা;

(৮) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রতিটি স্তরে পাঠ্যক্রমে নতুন কন্টেন্ট অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করা।

৭। **স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

(১) উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে পর্যায়ক্রমে কারিকুলাম ও সিলেবাস পরিমার্জন অব্যাহত রাখতে সরকারকে সহায়তা করা;

(২) স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বিনির্মাণে স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম এর আওতায় অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং সে লক্ষ্যে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত করতে সহায়তা করা;

(৩) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে সহায়তা করা।

৮। **স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে প্রধান পরিকল্পনা**

(১) স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করতে সরাসরি সহায়তা করা;

(২) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের ছাত্র বা ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে সরকারকে সহায়তা করা;

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক বা কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের অনুদান প্রদান করতে সহায়তা করা;

(৪) দরিদ্র ও হতদরিদ্র শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করতে সহায়তা করা;

(৫) সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে, তা বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করা;

(৬) পাঠ্যপুস্তকের স্ক্রিপ্ট মূল্যায়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র পাঠপুস্তক মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে, উক্ত কমিটিকে সহায়তা করা;

(৭) সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কার্যক্রমে সহায়তা করা;

(৮) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি বা গভর্নিং বডি পূর্ণ:প্রতিষ্ঠা করতে সরকারকে সহায়তা করা;

(৯) শ্রেণিকক্ষে পাঠদান মনিটরিং এর জন্য কমিটি গঠন করতে সরকারকে সহায়তা করা;

(১০) শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদারকরণে সরকারকে সহায়তা করা;

(১১) সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার কারিকুলাম আধুনিকায়নে সরকারকে সহায়তা করা;

(১২) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বিতরণে সরকারকে সহায়তা করা;

(১৩) শিক্ষকদের সৃজনশীল পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানে সরকারকে সহায়তা করা।

৯। **স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে প্রধান কার্যাবলি**

(১) স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে সহায়তা করা;

(২) দেশে ও বিদেশের চাহিদাভিত্তিক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও উন্নয়ন করতে সহায়তা করা;

(৩) সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, আইন, নীতিমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ করতে সহায়তা করা;

(৪) সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ করতে সহায়তা করা;

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া বই, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে আইসিটি ব্যবহার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির বাস্তব প্রয়োগ করতে সহায়তা করা;

(৬) শিক্ষার্থীদের অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম চালু ও অব্যাহত রাখতে সহায়তা করা;

(৭) শিক্ষানীতির সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে সরকারকে সহায়তা করা;

(৮) শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণ (র‍্যাংকিং) করতে সহায়তা করা;

(৯) স্মার্ট শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা;

(১০) শিক্ষার্থীদের অনলাইন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে 'ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম' এর আওতায় ল্যাপটপ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সহায়তা করা;

(১১) অল্টারনেটিভ স্কুল ফর স্টার্টআপ এডুকেটর অব টুমোরো (এসেট) প্রতিষ্ঠা করতে সরকারকে সহায়তা করা;

(১২) সেন্টার ফর লার্নিং ইনোভেশন অ্যান্ড ক্রিয়েশন অব নলেজ স্থাপন করতে সরকারকে সহায়তা করা।

১০। **স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ**

(১) ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ ও এর আওতাধীন সংস্থা বা সংগঠন বা দাতাগোষ্ঠীসমূহের অংশগ্রহণে স্মার্ট এডুকেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি

(১) স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিভাবান, নিজ উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে আগ্রহী, নিজস্ব সম্পদ বিনিয়োগে সমর্থ ও নৈতিকতাসম্পন্ন শিক্ষক বা যুবদের বাছাই করে তালিকা প্রণয়ন করে স্মার্ট এডুকেশন কর্তৃপক্ষ বরাবর সরবরাহকরণ এবং আর্থিক বা কারিগরি সহযোগীতা প্রদান করা;

(২) স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করার জন্য আগ্রহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক ডাটাবেইজ বা তালিকা তৈরি করে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রতিষ্ঠানের স্মার্ট এডুকেশন কর্তৃপক্ষ বরাবর সরবরাহ করা;

(৩) স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নাই এমন উদ্যোক্তাদের জেলা, থানা বা উপজেলা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক ডাটাবেইজ বা তালিকা তৈরি করে স্মার্ট এডুকেশন কর্তৃপক্ষ বরাবর সরবরাহ করা;

(৪) সংশ্লিষ্ট জেলা, থানা বা উপজেলা ও ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেটর ও এক্সিকিউটিভ (মার্কেটিং) বা টিমের সদস্য কর্তৃক সরজমিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় দিক নির্দেশনা প্রদান করা;

(৫) স্মার্ট এডুকেশন প্রশিক্ষণ মডিউলে 'লোকাল বিজনেস প্লান' তৈরির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা;

(৬) প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট জেলা, থানা বা উপজেলা, ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেটর ও এক্সিকিউটিভ (মার্কেটিং) বা টিমের সদস্যদের নিয়ে স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক সভা পরিচালনা করা এবং সভা পরিচালনাকারী (সভার পূর্বে করণীয়, সভা চলাকালীন সময় করণীয় ও সভার পরে করণীয়) নির্ধারণ করবে এবং সভায় অংশগ্রহণকারী (সভায় অংশগ্রহণের পূর্বে করণীয়, সভা চলাকালীন সময় করণীয় ও সভার পরে করণীয়) প্রতি পালন করা।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণে স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়ন পদ্ধতি

(১) স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ

(১) **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ:** ১) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, ৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ৪) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ৫) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ৬) বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ৭) পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ৮) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), ৯) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), ১০) বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন (বিএনসিইউ), ১১) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ১২) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ১৩) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, ১৪) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক বা কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট, ১৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা, ১৬) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা, ১৭) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর, ১৮) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী, ১৯) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল, ২০) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম, ২১) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট, ২২) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর, ২৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ এবং ২৪) বাংলাদেশ স্কাউটস এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, থানা বা উপজেলা কার্যালয়, ইউনিয়ন কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

(২) **শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ:** ১) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ২) মাদ্‌রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ৩) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ৪) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ৫) জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি এবং ৬) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, থানা বা উপজেলা কার্যালয়, ইউনিয়ন কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

(২) **স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ: ১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ৩) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ৪) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, ৫) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, থানা বা উপজেলা কার্যালয়, ইউনিয়ন কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগীতা করবে।

(৩) **স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় মাঠ প্রশাসনসহ সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয় করে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, কমিটি বিষয়ক শাখা কর্তৃক ঢাকা, ০২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ অক্টোবর ২০২২খ্রিস্টাব্দ তারিখে নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.২২.১৮২ প্রজ্ঞাপনমূলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটি' গঠন করেছে। এ ধারাবাহিকতায় সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি কোম্পানি ও সংস্থাসমূহের যৌথ উদ্যোগে স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ (স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট গভর্নমেন্ট) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এর আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে 'স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম' বিস্তারের লক্ষ্যে 'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩' বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কাজ বা কার্যাবলি বাস্তবায়ন করবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এর মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ (Allocation of Business অনুসারে) স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে সহযোগীতা প্রদানকারী মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, থানা বা উপজেলা কার্যালয়, ইউনিয়ন কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

(৪) **স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ**

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ এবং বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি কিংবা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত বা যেকোনো সংস্থা, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, এনজিও সংস্থার সরকারি, বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

(৫) **স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ**

স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ: **(ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ:** ১) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ২) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ৩) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ৪) রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ৫) ঢাকা ওয়াসা, ৬) চট্টগ্রাম ওয়াসা, ৭) খুলনা ওয়াসা, ৮) রাজশাহী ওয়াসা, ৯) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ১০) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ১২) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ১৩) খুলনা সিটি কর্পোরেশন, ১৪) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, ১৫) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, ১৬) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ১৭) রংপুর সিটি কর্পোরেশন, ১৮) কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, ১৯) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ২০) সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২১) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। **(খ) সমবায় বিভাগ:** ১) সমবায় অধিদপ্তর, ২) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ৩) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা, ৪) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়া, ৫) বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), ৬) বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা), ৭) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, ৮) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), ৯) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), ১০) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন এবং বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, থানা বা উপজেলা কার্যালয়, ইউনিয়ন কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং ১১) বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের পরিচালক (স্থানীয় সরকার), ১২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার), ১৩) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, ১৪) পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, ১৫) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, ১৬) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং ১৭) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

(৬) **স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়নে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ**

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ: **(ক) জননিরাপত্তা বিভাগ:** ১) বাংলাদেশ পুলিশ, ২) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ৩) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ৪) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ৫) তদন্ত সংস্থা আন্ত: অপরাধ ট্রাইবুনাল, ৬) এনটিএমসি, ৭) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ৮) র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন। **খ) সুরক্ষা সেবা বিভাগ:** ১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ২) কারা অধিদপ্তর, ৩) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং ৪) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, থানা বা উপজেলা কার্যালয়, ইউনিয়ন কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

(৭) **স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়নে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ**

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ: ১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ২) বাংলাদেশ নৌবাহিনী, ৩) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, ৪) সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর, ৫) আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, ৬) ক্যাডেট কলেজ, ৭) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, ৮) মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস, ৯) প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়, ১০) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর, ১১) গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর, ১২) মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি, ১৩) আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ, ১৪) বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড, ১৫) বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ, ১৬) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ১৭) কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স, ১৮) প্রতিরক্ষা ক্রয় মহা-পরিদপ্তর, ১৯) বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা, ২০) মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ২১) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, ২২) সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ এবং ২৩) জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, থানা বা উপজেলা কার্যালয়, ইউনিয়ন কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

তৃতীয় অধ্যায়
স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম এর রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন

১১। **স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম এর রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সমূহ**

(১) ছাত্র বা ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য My Welfare App অথবা www.welfarebd.org এর মাধ্যমে স্মার্ট এডুকেশন রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশনসমূহ। যথা:

ক্রম	স্মার্ট এডুকেশন রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সমূহ	প্রজেক্ট কোড	ফিন্যান্সিয়াল কোড	ডিস্ট্রিবিউশন কোড	রেফারেন্স কোড
১)	My Welfare App অথবা www.welfarebd.org	MWA	৫০০	২৫০	২৫০
২)	স্মার্ট প্রাইমারী এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম	SPESP	২৫০০	১৫০০	১০০০
৩)	স্মার্ট সেকেন্ডারী এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম	SSESP	৫৫০০	৩৩০০	২২০০
৪)	স্মার্ট হায়ার এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম	SHESP	৭৫০০	৪৫০০	৩০০০

২। **ছাত্র বা ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য মূলধন প্রোগ্রামের আওতায় স্মার্ট এডুকেশন স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম ও কুইজ সার্ভিসেসসমূহ। যথা:**

ক্রম	স্মার্ট এডুকেশন স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম ও কুইজ সার্ভিসেস সমূহ	প্রজেক্ট কোড	ফিন্যান্সিয়াল কোড	ডিস্ট্রিবিউশন কোড	রেফারেন্স কোড
১)	স্মার্ট কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	SCFSCP	১৫০	-	-
২)	স্মার্ট কমিউনিটি ডিজিটাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	SCDSCP	২৫০	-	-
৩)	স্মার্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	SCDSCP	৫০০	-	-
৪)	স্মার্ট প্রাইমারী কুইজ সার্ভিসেস	SPQS	২৫	-	-
৫)	স্মার্ট সেকেন্ডারী কুইজ সার্ভিসেস	SSQS	৫০	-	-
৬)	স্মার্ট হায়ার কুইজ সার্ভিসেস	SHQS	১০০	-	-

১২। **স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম এর প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণ ব্যবস্থাপনা**

(১) **ছাত্র বা ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ। যথা:**

(১) My Welfare App ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০০ টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশনকৃত সদস্যদেরকে দেশ ও বিদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ধরণের দাতাগোষ্ঠীর দান-অনুদান বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যের বিভিন্ন প্রকার পরিষেবা প্রদান করা হবে।

(২) **স্মার্ট প্রাইমারী এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম**

প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত স্মার্ট প্রাইমারী এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি ২,৫০০ টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করলে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যায়নরত ছাত্র বা ছাত্রী অথবা অভিভাবকগণ প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অথবা শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী দেশ ও বিদেশের, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে উক্ত ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটির সদস্যদের প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে।

(৩) **স্মার্ট সেকেন্ডারী এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম**

প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত স্মার্ট সেকেন্ডারী এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি ৫,৫০০ টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করলে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যায়নরত ছাত্র বা ছাত্রী অথবা অভিভাবকগণ প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অথবা শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী দেশ ও বিদেশের, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে উক্ত ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটির সদস্যদের প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে।

(৪) **স্মার্ট হায়ার এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম**

প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত স্মার্ট হায়ার এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি ৭,৫০০ টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করলে একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত অধ্যায়নরত ছাত্র বা ছাত্রী অথবা অভিভাবকগণ প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অথবা শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী দেশ ও বিদেশের, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে উক্ত ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটির সদস্যদের প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে।

(২) **ছাত্র বা ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য মূলধন প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত স্মার্ট এডুকেশন স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম ও কুইজ সার্ভিসেস এ অংশগ্রহণকারীদের জন্য নগদ অর্থ, প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ। যথা:**

(১) **স্মার্ট কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম**

প্রতিষ্ঠান স্মার্ট কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে। উক্ত প্রোগ্রামে বিভিন্ন প্রকার ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি সদস্যরা এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি ১৫০ টাকা প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং স্মার্ট কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রামের শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী দেশ ও বিদেশের, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে।

(২) **স্মার্ট কমিউনিটি ডিজিটাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম**

প্রতিষ্ঠান স্মার্ট কমিউনিটি ডিজিটাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে। উক্ত প্রোগ্রামে বিভিন্ন প্রকার ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি সদস্যরা এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি ২৫০ টাকা প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং স্মার্ট কমিউনিটি ডিজিটাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রামের শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী দেশ ও বিদেশের, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের এককালীন নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে।

(৩) **স্মার্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম**

প্রতিষ্ঠান স্মার্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে। উক্ত প্রোগ্রামে বিভিন্ন প্রকার ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি সদস্যরা এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি ৫০০ টাকা প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং স্মার্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রামের শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী দেশ ও বিদেশের, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের এককালীন নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে।

(৪) **স্মার্ট প্রাইমারী কুইজ সার্ভিসেস**

প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত স্মার্ট প্রাইমারী কুইজ সার্ভিসেস এ এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি ২৫ টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করলে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যায়নরত ছাত্র বা ছাত্রী অথবা অভিভাবকগণ কুইজ সার্ভিসেস ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অথবা শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী দেশ ও বিদেশের, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে উক্ত ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটির সদস্যদের এককালীন নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে।

(৫) **স্মার্ট সেকেন্ডারী কুইজ সার্ভিসেস**

প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত স্মার্ট সেকেন্ডারী কুইজ সার্ভিসেস এ এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি ৫০ টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করলে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যায়নরত ছাত্র বা ছাত্রী অথবা অভিভাবকগণ কুইজ সার্ভিসেস ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অথবা শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী দেশ ও বিদেশের, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে উক্ত ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটির সদস্যদের এককালীন নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে।

(৬) **স্মার্ট হায়ার কুইজ সার্ভিসেস**

প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত স্মার্ট হায়ার কুইজ সার্ভিসেস এ এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি ১০০ টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করলে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যায়নরত ছাত্র বা ছাত্রী অথবা অভিভাবকগণ কুইজ সার্ভিসেস ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অথবা শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী দেশ ও বিদেশের, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে উক্ত ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটির সদস্যদের এককালীন নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি সম্প্রসারণ এবং ব্যবস্থাপনা

১৩। স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি সম্প্রসারণ

প্রতিষ্ঠানের স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি হবে বাংলাদেশের সকল বিভাগ, সকল জেলা, সকল উপজেলা, সকল ইউনিয়ন এবং সকল সিটি কর্পোরেশন ও সকল পৌরসভা এলাকা। তবে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনবোধে বিশ্বের সকল দেশে কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি সম্প্রসারণ করবে।

১৪। কার্যালয় স্থাপন ব্যতিরেকে স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি

সমগ্র বাংলাদেশ এবং বিশ্বের সকল দেশে কার্যালয় স্থাপন ব্যতিরেকে স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন My Welfare App অথবা www.welfarebd.org অথবা www.welfarefamily.org অথবা www.job.welfarefamily.org অথবা www.quiz.welfarefamily.org অথবা www.welfare.com.bd এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য Software, Website, Mobile Apps সহ অন্যান্য Modern Technology ব্যবহার করে অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সদস্য রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশন করে স্মার্ট এডুকেশন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনা করতে পারবে।

১৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং সমগ্র বাংলাদেশে স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগ ও সমগ্র বাংলাদেশের সকল জেলা, সকল উপজেলা, সকল ইউনিয়ন এবং সকল সিটি কর্পোরেশন ও সকল পৌরসভার গ্রাম, পাড়া, মহল্লা এলাকায় প্রতিষ্ঠানের একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন My Welfare App অথবা www.welfarebd.org অথবা www.welfarefamily.org অথবা www.job.welfarefamily.org অথবা www.quiz.welfarefamily.org অথবা www.welfare.com.bd এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য Software, Website, Mobile Apps সহ অন্যান্য Modern Technology ব্যবহার করে অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সদস্য রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশন করে স্মার্ট এডুকেশন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনা করতে পারবে।

১৬। ওয়েলফেয়ার স্মার্ট এডুকেশন কর্তৃপক্ষ কাঠামো গঠন

প্রতিষ্ঠানের ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে বা পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার কাজ বা কার্যাবলি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করার জন্য ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট কাজ করবে এবং প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ বা উইং সমন্বয় করবে। প্রয়োজনবোধে পরবর্তীতে ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ ওয়েলফেয়ার স্মার্ট এডুকেশন কর্তৃপক্ষ কাঠামো গঠন করতে পারবে।

১৭। **স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে জনবল (ফুলটাইম বা পার্টটাইম) নিয়োগ**

(১) প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে অথবা যেকোনো ভাবে স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নের জন্য জনবল (ফুলটাইম বা পার্টটাইম) পদে চাকরি প্রার্থীকে ওয়েলফেয়ার এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল, ২০২৩ অনুযায়ী এবং ওয়েলফেয়ার (কর্মকর্তা বা কর্মচারী) চাকরি ও আচরণ নীতিমালা, ২০২৩ এ উল্লিখিত ধারা, উপধারার শর্তসাপেক্ষে জনবল নিয়োগ সম্পাদন করতে পারবে।

(২) স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে জনবল (ফুলটাইম বা পার্টটাইম) চাকরি প্রার্থীকে প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন অথবা নিয়ন্ত্রণাধীন www.welfarefamily.org বা www.job.welfarefamily.org অথবা প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য Website এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

(৩) **স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে জনবল (ফুলটাইম বা পার্টটাইম) নিয়োগের শর্ত পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে এককালীন অফেরতযোগ্য ফি প্রদান করে স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামের নিম্নোক্ত রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশনসমূহ সম্পাদন করতে হবে। যথা:**

(১) জব পোর্টাল রেজিস্ট্রেশন ফি ২৫০ টাকা প্রদান করতে হবে;

(২) My Welfare App অথবা www.welfarebd.org রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০০ টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে;

(৩) স্মার্ট প্রাইমারী এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম সাবস্ক্রিপশন ফি ২,৫০০ টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে;

(৪) স্মার্ট সেকেন্ডারী এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম সাবস্ক্রিপশন ফি ৫,৫০০ টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে;

(৫) স্মার্ট হায়ার এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম সাবস্ক্রিপশন ফি ৭,৫০০ টাকা প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে;

(৬) স্মার্ট এডুকেশন স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম ও কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রামসমূহে অংশগ্রহণ করতে হবে;

(৭) স্মার্ট বাংলাদেশ অভিযাত্রা প্রকাশনা কপি ক্রয় করতে হবে;

(৮) ৬০০ টাকার নন জুড়িশিয়াল স্ট্যাম্পে কর্মচারীর অঙ্গীকারনামা ও বৈধ অভিভাবকের জামিনদারনামা নোটারী পাবলিকের কার্যালয়ে সম্পাদন করে জমা দিতে হবে।

(১৮) **স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নে স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩**

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, কমিটি বিষয়ক শাখা কর্তৃক ঢাকা, ০২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.২২.১৮২-প্রজ্ঞাপনমূলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটি' গঠন করেছে। এ ধারাবাহিকতায় ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড (ব্র্যান্ডিং পরিচিতি ও শিরোনামযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা: ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ) সরকারের সহযোগী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ এর আওতাভুক্ত কাজ বা কার্যাবলি বাস্তবায়ন করতে পারবে।

১৯। **স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বিজ্ঞপ্তি সংশোধন পদ্ধতি**

স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বিজ্ঞপ্তি যুগোপযোগী অথবা নতুন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ এবং অগ্রগতি ও উন্নয়নের স্বার্থে যেকোনো ধারা, উপধারা প্রণয়ন, উন্নয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, নাম পরিবর্তন বা সংশোধন অথবা একীভূতকরণ এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বিজ্ঞপ্তি যেকোনো সময় সংশোধন করতে পারবে।

২০। **স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বিজ্ঞপ্তির অস্পষ্টতা দূরীকরণ**

স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বিজ্ঞপ্তির কোনো ধারা, উপধারা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বিজ্ঞপ্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করতে পারবে।

২১। **স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বিজ্ঞপ্তি ইংরেজিতে অনুবাদ প্রকাশ**

স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩ বিজ্ঞপ্তি ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করতে পারবে; শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd